কুরুপাণ্ডবের গুরুদক্ষিণা

"আসলেমেকী, রাজসিংহ, মহারাষ্ট্রজাগরণ" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীবিধুভূষণ সরকার

প্রণীত

বেলেঘাটা—কলিকাতা

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ; ১৮৪৮ শকাব্দ ; ১৯৮৩ সংবৎ ; ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ ।

প্রকাশক—
শ্রীগণপতি সরকার
৬৯নং বেলেঘাটা মেন্ রোড,
কলিকাতা।

[সোমবার ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২]

সমাপ্ত।
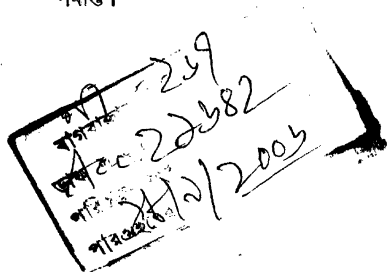
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
গুপ্তপ্রেশ
২২১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্র তা

নিবেদন

মহাভারতে দ্রোণ ও দ্রুপদের যে কলহকাহিনী আছে
: উপাদানই এই নাটকখানির আখ্যায়িকা। পূর্ব্বসূরীগণের
সরণ অনেকেই করিয়াছেন ও করিতেছেন সুতরাং আমিও
য়োছি। এই রচনা নাটক হিসাবে কতদূর উপযুক্ত হইয়াছে
া সুধীসমাজ বিচার করিবেন। আর এই সঙ্গে ইহাও
াষ উল্লেখ্য যে এই নাটক রচিত হইলে "বেলেঘাটা
ইব্রেরীর" সভ্যমহোদয়গণ সকলে তাঁহাদের সপ্তম বার্ষিক
াবেশন উপলক্ষে ইহার অভিনয় করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-
াশ বদ্ধ করিয়াছেন।

নং বেলেঘাটা মেন রোড,
লিকাতা। ১৭ই পৌষ,
১৩৩৩ সাল।

বিনীত
শ্রীবিধুভূষণ সরকার।

চরিত্র

ইন্দ্র
নারদ
ভীষ্ম
ধৃতরাষ্ট্র
দ্রোণ
অশ্বত্থামা
কৃপাচার্য্য
বিদুর
কর্ণ
যুধিষ্ঠির
ভীম
অর্জ্জুন
নকুল
সহদেব

দুর্য্যোধন
দুঃশাসন প্রভৃতি রাজপুত্রগণ
দ্রুপদ
সত্যজিৎ
বিদূষক
বিদূষক পত্নী
দ্রুপদ সেনাপতি
দ্রুপদ মন্ত্রী
সভাসদগণ
অধিরথ
মুনিবালকগণ
কৌরবগণ
দর্শকগণ
ভারবাহকগণ
দূত।

কৌরবগণের গুরুদক্ষিণা

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

ইন্দ্রপুরী

নারদ—ইন্দ্র।

নারদ—কি কাজে স্মরণ মোরে করেছ বাসব!
উৎকণ্ঠার চিহ্ন কেন হেরি আজি মুখে?

ইন্দ্র—(প্রণাম) আসুন দেবর্ষে! কুশল তো তব,
পিতামহ আছেন কুশলে?

নারদ—অকুশল নারদের নাহি ত্রিজগতে,
চতুর্ম্মুখ নাহি জানে অসুখ কেমন,
চিন্তা নাই দেবরাজ! মোদের কারণ,
তোমার শাসনে স্বর্গ আনন্দ আলয়।

ইন্দ্র—কি কারণে আজি তোমা করেছি স্মরণ
জান না কি মুনিরাজ! এবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে
অবিদিত কিবা তব ত্রিকালদর্শিন্!
উৎকণ্ঠিত কেন আমি জান না কি দেব?

নারদ—আনন্দময়ের রাজ্যে আনন্দে মাতিয়া
ঘুরি ফিরি দিবা রাতি হরিগুণ গেয়ে,
ত্রিলোকের খোঁজ কিছু রাখি না সেহেতু,
এ কারণে কহ ইন্দ্র! কাহিনী তোমার।

ইন্দ্র—আদেশ দেবর্ষে! তব লঙ্ঘিতে সক্ষম
কেবা এ ত্রিদিব মাঝে, অতি তুচ্ছ আমি।
কৃপা করি তবে দেব! করুণ শ্রবণ
যে কারণে আজি হেথা করেছি স্মরণ—
পরম পুরুষ দেব গোলকবিহারী
খেলিতে নূতন খেলা মানব-সমাজে,
মানবরূপেতে জন্ম লভেছেন নিজে
শ্রীমথুরা-পুরীধাম উজলি প্রভায়,
ইচ্ছা তাঁর স্থাপিবারে অবনী-মাঝারে
ধর্ম্মরাজ্য, ধর্ম্মরাজে সিংহাসনে স্থাপি;
ত্রিদিবনিবাসী যত দেবতানিচয়
এক এক অংশে সবে জন্মেছে ধরায়;
এ কাজে সাহায্য দানে হে মুনিসত্তম!
স্মরণ করেছি তোমা, করো না বঞ্চিত।

নারদ—কি কহিলে দেবরাজ! গোবিন্দের কাজে
সাহায্য প্রদানে তোমা করিব বঞ্চিত?
এমন নিষ্ঠুর বাক্য উচ্চারিতে মুখে
রসনা বিকল আজি হ'ল না তোমার;
শ্রীকৃষ্ণের দাস আমি কেবা নাহি জানে

ত্রিদিব মাঝারে কিংবা ত্রিভুবন মাঝে,
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে শ্রীহরির সেবা
করিতে শিখেছে কেবা নারদ সমান ?
শ্রীহরির নাম মোর ধ্যান জ্ঞান জপ,
শ্রীহরির নাম গান গাই দিবা রাতি,
বীণা মোর নাহি জানে হরি নাম বিনা,
সে হরির কাজে তোমা করিব বঞ্চিত—
এমন কঠোর ভাষা কহিতে বাসব !
লজ্জায় আনম্র তব হ'ল না বদন !
ক্রোধ কভু নাহি উদে নারদ-হৃদয়ে,
কিন্তু আজি সে দুর্ম্মদ দুষ্ট নিশাচর
আশ্রয় করিছে মোরে অবসর বুঝি
তব নিদারুণ বাক্যে হে শচীমাধব !

ইন্দ্র—ক্ষম অপরাধ মোর দেবর্ষি নারদ !
অজ্ঞানের অপরাধ করো না গ্রহণ,
হরি-ভক্ত তব সম শ্রীকৃষ্ণ-সেবক
কেহ নাহি ত্রিজগতে জানে সর্ব্বজন ;
কটুভাবে উচ্চারণ করি নাই ভাষা
শ্রেষ্ঠ হরিভক্ত ধীরে উদ্দেশ্য করিয়া ;
তব ক্রোধ হ'লে দেব ! ইন্দ্র কোন্ ছার
সমগ্র অমরধাম হবে ভস্মীভূত ;
পুন জোড় করে তাই করি নিবেদন,
ক্ষম অপরাধ মোর অজ্ঞান অধমে ।

নারদ—ক্ষমেছি তোমায় ইন্দ্র! বহুপূর্ব্বে আমি
নতুবা অমরধাম অম্বর সহিত
এতক্ষণ ভস্মীভূত হ'ত রোষানলে;
শ্রীহরির নিন্দা কিংবা শ্রীহরির কাজে
অনাসক্ত আমি ইহা পশিলে শ্রবণে
নিবারিতে নাহি পারি, জ্বলে ধূ ধূ করি
ক্রোধাগ্নি নয়নে মোর বিশ্ব বিনাশিতে,
ষড়রিপুজয়ী আমি হই বিচলিত।
কহ হে দেবেন্দ্র! এবে কি কার্য্যসাধন
করিতে হইবে মোরে ধরণী মাঝারে;
অসম্ভব হ'লে তাহা তথাপি নারদ
শ্রীহরি-বাঞ্ছিত-কার্য্য সাধিবে অচিরে।
ইন্দ্র—জানে দেব! দাস তাহা, অসম্ভব কিছু
হরিভক্ত কাছে নাই ত্রিভুবন মাঝে।
কর অবধান তবে হে মুনিসত্তম!
যে কাজের তরে তোমা করেছি স্মরণ;—
দ্রুপদ পাঞ্চালপতি বালক-বয়সে
ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ সহ ক্রীড়াকালে
করিলা প্রতিজ্ঞা, যবে পাবে সিংহাসন
অর্দ্ধরাজ্য দিবে তার বাল্যসহচরে।
এবে দেব! দয়া করি করাও স্মরণ
দ্রুপদ-প্রতিজ্ঞা দ্রোণে অতি ত্বরা করি
যাচিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অর্দ্ধরাজ্য তার;

কিন্তু দেব ! স্মরি যদি বাল্যের প্রতিজ্ঞা
দ্রুপদ প্রদানে দ্রোণে অর্দ্ধরাজ্য তার
ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন হবে না ধরায়,
শ্রীহরি-ঈপ্সিত-কার্য্য হবে না সাধন।

নারদ—এ কি কথা কহ আজি দেব পুরন্দর !
যাঁর ইচ্ছাক্রমে চলে সর্ব্ব চরাচর,
যাঁর ইচ্ছাক্রমে বায়ু বহে দিবা নিশি,
বরুণ সুপেয় বারি যোগায় জগতে,
যাঁর ইচ্ছাক্রমে জন্মে শিব চতুর্ম্মুখ,
সৃষ্টি স্থিতি লয় আদি ঘটিছে সর্ব্বদা,
সে হরি-বাঞ্ছিত-কার্য্য হবে না সাধন !
বাতুলের প্রায় তুমি কহিছ বাসব,
জ্ঞান বুদ্ধি হারায়েছ বলি মনে লয়।

ইন্দ্র—বাতুল বা জ্ঞানহীন নহি আমি দেব !
যাহা কহিতেছি আমি, অতি সত্য কথা ;
শ্রীহরি নিয়মবদ্ধ, নিয়ম তাঁহার
কদাপি লঙ্ঘন নাহি হয় ত্রিজগতে,
নিজেও কদাপি নাহি করেন লঙ্ঘন।
অতএব কর্ম্ম নাহি হইলে সাধিত
কেমনে বাসনা তাঁর হইবে পূরণ ?
কর্ম্মফল ত্রিজগতে মানিবে না কেহ।

নারদ—যুক্তি যুক্ত বটে যাহা কহিলে বাসব !
শ্রীহরি নিয়মাধীন শুনেছি শ্রীমুখে,

সন্দেহ নাহিক আর, কহ ত্বরা করি
শ্রীহরির কোন্ কার্য্য করিব সাধন ?
ইন্দ্র—যাও দেব ! তবে ত্বরা পাঞ্চাল নগর,
বাল্যের প্রতিজ্ঞা যেন না রাখে দ্রুপদ,
কটুভাষে যেন দ্রোণে দেয় তাড়াইয়া
সাধ দেব ! এই কার্য্য যে কোন উপায়ে
নারদ—কি কহিলে শচীপতি, দেবর্ষি নারদ
দ্রুপদ-প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করাবে কৌশলে ?
পাপের পঙ্কিল হ্রদে হব নিমগন,
রৌরব-নরক মাঝে রব চিরকাল,
হেন হীনকার্য্য কভু হরিকার্য্য নয় ;
পরের অনিষ্ট সাধি আপনার হিত
না করেন বাঞ্ছা কভু দেব দামোদর,
কুকর্ম্মে প্রশ্রয় কভু না দেন কদাপি।
ইন্দ্র—পাপে স্মরি ভয় পায় হরিভক্ত জন,
রৌরব-নরক-ভীতি স্পর্শে হৃদে তার,
আজি এ নূতন কথা শুনিনু দেবর্ষে !
উচ্চারিত হ'তে দেব ! তব মুখ দিয়া।
একবার যে হরির নাম উচ্চারিলে
শত শত মহাপাপ ভস্মরাশি হয়—
রৌরব-নরক কোটী মিশায় শূন্যেতে—
সে হরি প্রধান ভক্ত হয়ে ঋষিরাজ !
আজি এ বলিলে কিবা অদ্ভুত কথন ?

দ্রুপদ দ্রোণেতে যদি না বাধে বিরোধ—
জন্মিবে না ধরাধামে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর,
দ্রৌপদী শিখণ্ডী জন্ম হবে না পাঞ্চালে,
কুরুক্ষেত্র মহাহবে ভীষ্ম দ্রোণ বীর
হবে না সংহার কভু পাণ্ডব-সমরে—
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শাসিবে না ধরা—
ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন হবে না জগতে—
কৃষ্ণের মানব-জন্ম হইবে বিফল।

নারদ—হরিকার্য্য প্রাণপনে করিব সাধন
যা হয় হউক তাহে না চাহি জানিতে,
দ্রুপদ দ্রোণের মাঝে বাধাব বিরোধ
অন্যথা হবে না কভু জেন পুরন্দর!
অন্য কার্য্য যদি কিছু থাকে ধরা মাঝে
কহ তাহা অকপটে, করিব সাধন।

ইন্দ্র—কর্ণ দুর্য্যোধন মাঝে সখ্যতা স্থাপন
করিতে হইবে দেব! দৃঢ়বদ্ধভাবে,
নহিলে হবে না কভু কুরুক্ষেত্র রণ—
ভূভার-মোচন নাহি হবে কোন কালে।

নারদ—চলিলাম কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীহরির কাজে,
যে কোন উপায়ে কর্ম্ম করি সম্পাদন
লীলাক্ষেত্রে বিচরণ করি অহর্নিশি
লীলাময়-নর-লীলা হেরিব নয়নে—
বীণায় পঞ্চম স্বরে হরি গুণ গাহি

জীবন জনম মম করিব সার্থক।
নিশ্চিন্ত মনেতে থাক সহস্রলোচন!
অচিরে সাধিব কার্য্য হইবে না ক্রুটী।

(নারদ ও ইন্দ্রের প্রস্থান

২য় দৃশ্য

বনস্থল

অশ্বত্থামা ও মুনিকুমারগণ

গীত

এ বিশ্ব সুন্দর কিবা মনোহর কেবা সে রচিল এরে,
হেরিতে তাহারে নয়ন গোচরে পরাণ আকুল করে,
কিবা যে রচনা নাহিক তুলনা কবি বর্ণিবারে হারে,
কোথা পাখী গায়, বহে মন্দ বায়, পিক কূজে কুহু স্বরে,
কোথা বা শ্যামল নবদুর্ব্বাদল নীলিমা বরণ ধরে,
কোথা ফুল কুল সৌরভে আকুল কোথা বা পড়িছে ঝ'রে,
কোথা শ্বেত পীত কোথা বা লোহিত বিবিধ বরণ ধ'রে
হাসে পাতাগুলি বসি তাহে অলি কোথা বা মধুর গুঞ্জরে॥

১ম বালক—চল্ ভাই এখন সকলে মিলে লুকোচুরি খেলি।
অশ্বত্থাম—না ভাই আমি আর এখন খেলতে পারব না।
১ম বালক—কেনরে খেলতে পারবিনি কেন?
অশ্বত্থামা—আমার ভাই বড় ক্ষিদে পেয়েছে।
১ম বালক—কেন তুই দুপুর বেলা ভাত খাসনি?

অশ্বত্থামা—না ভাই, আমরা বড় গরীব, আমাদের রোজ দু'বেল খাওয়া হয় না।

১ম বালক—তা হ'লে তো ভাই তোদের ভারি কষ্ট।

অশ্বত্থামা—হ্যা ভাই আমাদের বড় কষ্ট।

১ম বালাক—আচ্ছা ভাই, তোর বাপ তো বেশ জোয়ান মানুষ, তিনি টাকা কড়ি রোজগার করেন না কেন ?

অশ্বত্থামা—তিনি কি ভাই, চেষ্টার ক্রুটী করেন : তবে আমাদের বরাত মন্দ তাই চেষ্টায় ফল হয় না।

১ম বালক—তিনি তো শুনি খুব বড় পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ কিন্তু তবু তাঁর এ দশা কেন ?

অশ্বত্থামা—ভাই, যত বড় পণ্ডিতই হ'ন আর যত শাস্ত্র-বিশারদই হ'ন, কর্ম্মফলের হাত এড়াবেন কি করে ?

১ম বালক—কর্ম্মফল কি ভাই ?

অশ্বত্থামা—কর্ম্মফল কি, তা কি তুই জানিস নি ?

১ম বালক—আমি কোন দিন শুনিইনি, জানাতো দূরের কথা।

অশ্বত্থামা—কর্ম্মফল হচ্ছে পূর্ব্বজন্মে যে যেমন কাজ ক'রে এসেছে, পরবর্ত্তী জন্মে তদনুযায়ী যে ফল ভোগ করা যায় তার নাম কর্ম্মফল।

১ম বালক—এত বড় কথা—তা ভাই, তুই এত শিখলি কি ক'রে ?

অশ্বত্থামা—বেশী আর শিখতে পেরেছি কোথায়, এটা মস্ত বড় কথা, এর তাৎপর্য্যও খুব বড় ; সাধারণ যে টুকু তাই আমি শিখেছি ; বাবা আমাকে ভাল ক'রে শিখা-

বার কত যত্ন করেন কিন্তু আমি কি আর তা শিখতে পারি।

১ম বালক—তা হ'লে তুই তোর বাপের কাছে শিখেছিস ?

অশ্বথামা—তা ছাড়া আর কার কাছে শিখব ভাই ?

১ম বালক—কেন গুরুমহাশয়ের কাছে।

অশ্বথামা—গুরুমহাশয়ের কাছে শিখতে গেলে যে তাঁকে মাইনে দিতে হবে, তা আমি কোথেকে দোব ভাই, আমরা যে বড় গরীব।

১ম বালক—তা ঠিক বটে। তা এখন তুই কি বাড়ী যাবি ?

অশ্বথামা—বাড়ী ছাড়া আর কোথায় যাব।

১ম বালক—বাড়ীতে কি তোর খাবার তৈয়েরী আছে ?

অশ্বথামা—তা ব'লতে পারিনে, বাবা যদি কিছু যোগাড় ক'রে আনতে পেরে থাকেন তবেই খাওয়া হবে।

১ম বালক—আর বাবা যদি যোগাড় ক'রতে না পেরে থাকেন তা হ'লে শুকিয়ে থাকবি ?

অশ্বথামা—তা ছাড়া আর উপায় কি। যেমন কর্ম্ম ক'রে এসেছি তার ফল তো ভোগ ক'রতে হবে।

১ম বালক—ভাল কর্ম্মফল শিখেছিস ; আমিতো ভাই ক্ষিদের সময় খেতে না পেলে মাথা খুঁড়ে ম'রতুম। যাক ভাই, তুই যদি বাড়ী যেয়ে খেতে না পাস আমার বাড়ীতে আসিস, আমি মাকে ব'লে তোকে খেতে দোব।

অশ্বথামা—বাবা যদি বলেন তাই ক'রব।

১ম বালক—বাবা যদি না বলেন তবে না খেয়ে থাকবি ?

অশ্বত্থামা—তাই থাকতে হবে, বাবার বিনা অনুমতিতে কি কোন কাজ করা যায়, না করা উচিত।

১ম বালক—না খেয়েও পিতার আজ্ঞা পালন ক'রতে হবে ?

অশ্বত্থামা—অবস্থাবিশেষে তাও ক'রতে হবে। পিতা যে ভাই, সাক্ষাৎ দেবতা, পিতার কথা কি অমান্য করা যায় ?

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

১ম বালক—ভাই, শাস্ত্রজ্ঞানে তুই আমাদের চেয়ে ঢের ব্যুৎপন্ন। তোর কষ্ট দেখে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে। তুই যদি ভাই বাড়ীতে গিয়ে খেতে না পাস তবে বাবাকে রাজী করিয়ে আমার বাড়ী আসিস।

অশ্বত্থামা—আচ্ছা ভাই, চেষ্টা ক'রব।

(২য় ও ৩য় বালক জনান্তিকে)

২য় বালক—দেখ ভাই, অশ্বত্থামাটা যেমন গরীব আবার তেমনি গাধা, এটাকে নিয়ে আজ একটু রগড় করা যাক।

৩য় বালক—তা মন্দ কি, আমি তোর সঙ্গে যোগ দিতে রাজী আছি।

২য় বালক—বেশ তবে আয় (প্রকাশ্যে) অশ্বত্থামা! তুই না বলছিলি, তোর বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

অশ্বত্থামা—হ্যা।

২য় বালক—তুই দুধ খাবি, আমাদের ক্ষিদে পেলে আমরা দুধ খাই।

অশ্বত্থামা—দুধ কোথা পাব ভাই, আর দুধ কেমন তা আমি কখন দেখি নি।

২য় বালক—তোকে কোথাও পেতে হবে না, আমরাই দিচ্ছি, আর খেলেই বুঝতে পারবি দুধ কেমন।

১ম বালক—আজ তবে আর খেলা হবে না কেমন? আমি তা হ'লে বাড়ী যাই?

৩য় বালক—তা যা।

২য় বালক—আর একটু থেকেই যা না।

৩য় বালক—ও যখন যেতে চাচ্চে তখন ওকে আটকিয়ে রাখচ কেন (জনান্তিকে) ও থাকলে রগড় করবার সুবিধা হবে না, ওকে যেতে দাও।

২য় বালক—আচ্ছা ভাই, খেলা যখন হবে না তখন তুই যা।

(১ম বালকের প্রস্থান)

৩য় বালক—অশ্বত্থামা, তবে দুধ আনাই—

অশ্বত্থামা—আচ্ছা আনাও—

৩য় বালক—তুই তা হলে ভাই, দুধ নিয়ায়—

(২য় বালকের প্রস্থান)

অশ্বত্থামা—দুধ আনতে যদি বেশী দেরী হয় তা হ'লে আমি বাড়ী যাই।

৩য় বালক—না রে না দেরী হবে না এই এল ব'লে।

অশ্বত্থামা—আমি যে আর ক্ষিদের চোটে দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

৩য় বালক—এই এখনই আসবে।

(২য় বালকের একটি পাত্রহস্তে প্রবেশ)

২য় বালক—অশ্বত্থামা, দুধ এনেছি, এই খা।

অশ্বত্থামা—দে (দুগ্ধপাত্র গ্রহণ ও পান এবং ২য় ও ৩য়

বালকের হো হো করিয়া হাস্য) এ যে ভাই কেমন আঁটা আঁটা লাগছে খেতে মোটেই ভাল না। আমি আর খাব না তোদের পাত্র নে।

(দ্রোণের প্রবেশ ও ২য় এবং ৩য় বালকের বেগে প্রস্থান)

দ্রোণ—বৎস, ওই বালকদুটি আমি আসবা মাত্রই সবেগে পালাল কেন ?

অশ্বত্থমা—তাতো ব'লতে পারি না, বাবা !

দ্রোণ—তোমার প্রতি কি কোন অন্যায় ব্যবহার করেছে ?

অশ্বত্থামা—বরং আমার ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে দুধ এনে খেতে দিয়েছে।

দ্রোণ—নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। আচ্ছা তুমি দুধ খেয়েছ ?

অশ্বত্থামা—একটু খেয়েছি, ভাল লাগল না বলে যখন পাত্রটা ফিরিয়ে দিচ্ছিলুম সেই সময় তুমি এলে আর ওরা পালাল।

দ্রোণ—দেখি পাত্র দেখি।

অশ্বত্থামা—এই দেখ (পাত্র প্রদান এবং দ্রোণের পরীক্ষা)।

দ্রোণ—উঃ বুঝতে পেরেছি, এই জন্যই বালক দুটি আমায় দেখে পালিয়েছে। পুত্র আমার দুধ চেনে না, দুষ্ট বালকদ্বয় চালের গুড়ো গুলে দুধ বলে বাছাকে খাইয়েছে। হা হতভাগ্য আমি, আমার মত পিতার কেন পুত্র জন্মায়, যে অভাজন পুত্রের মুখে একবিন্দু দুধ দিতে পারে না, ক্ষুধায় ছটফট ক'রলে একমুষ্টি অন্ন দিতে পারে না, পরিধানের জন্য একখানি বস্ত্র দিতে পারে না, এমন পিতার কেন পুত্র হয় ? যে দুর্ভাগ্য পিতা নিজের উদরান্নের

জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়, একটি মাত্র পয়সার জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়, একখানি বস্ত্রের জন্য শৃগাল কুক্কুরের মত তাড়িত হয়, এমন পিতা কেন বিবাহ করে, কেন একটি ললনার সর্ব্বনাশ সাধন করে, কেন পুত্রজন্ম দেয়।

অশ্বত্থমা—বাবা, ওরূপ কচ্চ কেন ? আমার ঐ কৃত্রিম দুধ খেয়ে তো কোন অসুখ করেনি—আমার যেমন ক্ষিদে তেমনই আছে। তুমি কি আমার জন্যে কিছু খাবার এনেছ ?

দ্রোণ—না বাবা, খাবার কিছুই সংগ্রহ ক'রতে পারি নি। উঃ ভগবান্! আর সহ্য হয় না, বুক ফেটে যাচ্ছে—বালক ক্ষুধায় কাতর, আর আমি পিতা তাকে যৎসামান্যও খাবার দিতে পাচ্চি না—মৃত্যু তুমি কি একসেঁড়ে, কেবল বেছে বেছে ধনবান্ ব্যক্তিদেরই গ্রহণ কর', আর আমার মত দীন দরিদ্রের উপর কি তোমার নজর পড়ে না। বুঝলুম অর্থেরই প্রাধান্য সর্ব্বত্র, স্বর্গ মর্ত্ত্য কোন স্থানেই প্রভেদ নাই। না আর না, মৃত্যু এবার তোমায় আমি দেখব, দেখি তুমি আমায় লও কি না। আমি আত্মহত্যা ক'রব, জলে ঝাঁপ দোব, আগুনে পুড়ে মরব।

অশ্বত্থামা—একি কথা ব'লছ বাবা, আমার জন্য তুচ্ছ খাবার সংগ্রহ ক'রতে পারনি ব'লে আত্মহত্যা করবে। বাবা, তুমিই তো আমায় শিখিয়েছ আত্মহত্যা মহাপাপ, আত্মহত্যাকারীর কোন কালেই উদ্ধার নেই, চিরকাল ভীষণ নরকযন্ত্রণাভোগ ক'রতে হয়। নিজে এই শিক্ষা দিয়ে এমন কথা কেমন ক'রে মুখে আনচ বাবা।

দ্রোণ—বৎস, দারিদ্র-দোষে মানুষের গুণরাশি নষ্ট হয়ে যায়, অত্যন্ত কষ্টে আমারও মতিভ্রংশ হয়েছিল তাই ঐ কথা উচ্চারণ করেছি।

অশ্বত্থামা—এখন চল বাড়ী যাই।

দ্রোণ—বৃক্ষতল আর বাড়ীতে আমার কোনই পার্থক্য নেই, বাড়ীতেও অন্ন নেই বৃক্ষতলেও অন্ন নেই সুতরাং তাড়াতাড়ি বাড়ী যেয়েই বা কি ক'রব।

অশ্বত্থামা—এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বা কি ক'রবে?

দ্রোণ—দারিদ্র্যভঞ্জন অনাথনাথ শ্রীমধুসূদন এত কাঙ্গাল গরীবের অন্ন জোটাচ্চেন, এত খঞ্জ আতুর অন্ধের খাদ্য সরবরাহ কচ্ছেন, এমন কি বনস্থ পশু-পক্ষীদেরও আহার দিতে কৃপণতা কচ্ছেন না, আর আমাদের এই দুটি প্রাণীকে অনাহারে রাখবেন, এও কি সম্ভব? না তা কখনই না। তাঁকে প্রাণভরে ডাকতে পারিনি বলেই আমাদের এই দুর্দ্দশা—একবার তাঁকে প্রাণভরে ডেকে দেখি—শুনেছি বাড়ীর চেয়ে বনে বসে ডাকলেই তিনি বেশী প্রীত হন—একবার তাই এই বনে বসেই তাঁকে ডেকে দেখি (উপবেশন ও ধ্যান)

(নারদের প্রবেশ)

নারদ—কেও, দ্রোণ, বনের মাঝে অমন ক'রে বসে কেন?

দ্রোণ—(উঠিয়া) কেও, দেবর্ষে, প্রণাম। পুত্র, দেবর্ষি নারদকে প্রণাম কর।

অশ্বত্থামা—প্রণাম দেবর্ষে।

নারদ—তোমাদের পিতা পুত্রের মঙ্গল হ'ক।

দ্রোণ—আমাদের আবার মঙ্গল; যাদের প্রত্যহ দু' বেলা দু' মুটো অন্ন জোটে না তাদের আর মঙ্গলে প্রয়োজন কি দেব!

নারদ—আমি তোমাদের সব কথা শুনেচি, তাই এদিকে এলুম। তা তুমি কেন তোমার বাল্যবন্ধু দ্রুপদের নিকট যাও না, সে এখন রাজত্ব লাভ করেছে এবং তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ আছে—সেখানে গেলেই একটা না একটা কিনারা হয়ে যাবে।

দ্রোণ—দেবর্ষি, ভগবান্ আমার প্রতি সদয় হয়েছেন, আমার দ্রুপদের কথা স্মরণ ছিল না—আমি কল্য প্রাতেই যাত্রা করব।

নারদ—হ্যা তাই ক'র।

দ্রোণ—আজ্ঞে হাঁ।

নারদ—তবে আমি এখন যাই।

অশ্বত্থামা ও দ্রোণ—প্রণাম হই দেবর্ষে—(নারদের প্রস্থান)

দ্রোণ—চল বৎস, আজ রাত্রিটা কোন রকমে কুটীরে কাটিয়ে দেওয়া যাক, আগামী কল্য প্রত্যুষে পাঞ্চালাভিমুখে যাত্রা ক'র্‌ব।

অশ্বত্থামা—তাই হবে পিতা, চলুন। (উভয়ের প্রস্থান)

রাজসভা।

দ্রুপদ, মন্ত্রী, বিদূষক ও সভাসদগণ।

দ্রুপদ—কহ মন্ত্রী রাজ্যের সংবাদ, প্রজাগণ
আছে তো কুশলে, দরিদ্র আতুর বৃদ্ধ
বালক বালিকা নহে তো অভুক্ত কেহ
রাজত্বে আমার, রাজবৈদ্যগণ যত্নে
করে তো চিকিৎসা মোর পীড়িত প্রজায়,
অন্ন-বস্ত্র-কষ্ট রাজ্যে পায় না তো কেহ ?

মন্ত্রী—শ্রীগোবিন্দ-কৃপা বলে পাঞ্চালাধিপতি !
বিন্দু মাত্র অমঙ্গল নাহি রাজ্যে তব—
মহাসুখী প্রজাবৃন্দ, অন্নবস্ত্রাভাব
নাহি তব রাজ্য মাঝে সুশাসন গুণে,
আতুর কাঙাল অন্ধ রোগী বা বিদেশী
সম যত্ন সমাদর পায় জনে জনে,
অল্পকাল মধ্যে তব সুযশ রাজন্ !
পরিব্যাপ্ত হইয়াছে দিগ্ দিগন্তরে।

দ্রুপদ—প্রজাবৃন্দ সুখী শুনি লভিনু সন্তোষ,
কহ সভাসদবর্গ রাজত্ব-বারতা,
বন্ধু রাজগণ সবে সস্নেহ নয়নে
দেখেতো আমারে তাঁরা পূর্ব্বের মতন,

অরাতি রাজন্যবৃন্দ নহে তো লোলুপ
গ্রাসিতে পাঞ্চাল মোর বল প্রকাশিয়া ?
১ম সভাসদ—বন্ধু রাজগণ তব শিষ্ট ব্যবহারে
সদাই সন্তুষ্ট সবে ইচ্ছে তব হিত,
তব সুশাসন-বার্ত্তা শুনি লোক মুখে
শত মুখে তব যশ করিছে কীর্ত্তন,
অরাতি রাজন্যবর্গ এই সুসংবাদে
স্ফূর্ত্তিহীন ম্লানমুখ বিমর্ষ সবাই,
সাহস করেনা কেহ আহ্বানিতে রণে
সমৃদ্ধ পাঞ্চালপতি দ্রুপদ ভূপালে।
দ্রুপদ—হস্তিনার কি বারতা ? ভীষ্ম মহাবীর
ক্ষত্রকুলোজ্জ্বল-রবি মধ্যাহ্ন ভাস্কর
পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরেন্দ্র ধার্ম্মিক
জিতেন্দ্রিয় ত্যাগীশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানব
করিছেন কিবা সেই বৃদ্ধ ধুরন্ধর
নাবালক পৌত্রগণ শিক্ষার কারণ ?
২য় সভাসদ—শরদ্বান-ঋষি-পুত্র কৃপাচার্য্য হাতে
সঁপেছেন পৌত্রগণে শিক্ষার কারণ,
বহুবিধ অস্ত্রবিদ্যা শিখেছে তাহারা,
কিন্তু নহে হে রাজন্ ! সমকক্ষ কেহ
তিষ্ঠিতে সমর ক্ষেত্রে তব সহ রণে ;
কৃপাচার্য্য শিক্ষা নহে সুশিক্ষা তেমন,

উপযুক্ত গুরু নহে কৃপাচার্য্য প্রভু !
পাণ্ডব কৌরব শিক্ষা তব শিক্ষা পাশে,
অতি তুচ্ছ, অতি হীন, কদাপি তাহারা
সাহসী হবে না তব বিরুদ্ধাচরণে ।

৩য় সভাসদ—হে রাজন্ মহাতেজা যত ধনুর্ব্বিদ্

বিদূষক—থাম’ হে থাম’, বলাটা কি তোমাদের একচেটে, আমি কি এখানে বোবা সেজে থাকতে এসেছি—না আমার বলার কিছু নেই ।

দ্রুপদ—সভাসদগণ ! তোমরা থাম’, সখা কি বলতে চায় বলতে দাও । বল’ সখা, কি বলতে চাও বল’ ।

বিদূষক—আমি বলছি কিন্তু আমার ছড়াও আসে না বা হেঁয়ালিও জানা নেই, আমি সাদা কথায় ব’লব ।

দ্রুপদ—বেশ সখা, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমন ক’রে বল’ ।

বিদূষক—এই শোন সভাসদগণ ! তোমরা তো জান আমি গরীব বামুনের ছেলে—শাকান্ন আর সুক্ত নিমঝোল ব্যতীত কিছু জুটত না—যে দিন থেকে মহারাজের দয়া হয়েছে সেই দিন থেকেই নিমঝোলের পরিবর্ত্তে চব্য চোষ্য ক্ষীর নবনী কালিয়া পোলাও হরদম চল্‌চে বুঝেছ ?

৩য় সভাসদ—এতে আর বুঝব কি, এ খবর তো সবাই জানে ।

বিদূষক—তুমি একটি আকাট মূখ্যু—এ কথাগুলির তাৎপর্য্য বুঝলে না—তোমরা তো কেবল ছড়া কাটাকাটি করলে, জ্যান্ত দৃষ্টান্ত তো কেউ দেখাতে পারনি, আর আমি এই

মহারাজের বদান্যতার, আশ্রিতবাৎসল্যতার, উদার স্বভাবের বিশুদ্ধ উজ্জ্বল জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদান কচ্চি।

মন্ত্রী—তা সত্য আমরা কেউই বিদূষক মহাশয়ের মত দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি নি।

বিদূষক—বলুন তো মন্ত্রী মশায় বলুন তো, আপনার মত বুদ্ধিমান লোক না থাক্‌লে কথার ভাব বোঝে ?

দ্রুপদ—সখা ! তোমার আরও কি কিছু বলবার আছে ?

বিদূষক—বলার নেই ? নিশ্চয়ই আছে; দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা গণ্ডা গণ্ডা মোণ্ডা খেয়ে দু' হাত তুলে দিন রাত তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রছে।

৩য় সভাসদ—বিদূষক মশায় এই খবরটাই বেশী রাখেন, উনি মোণ্ডাটাই ভাল চেনেন কি না !

বিদূষক—মোণ্ডা—আমি চিনি না কি তোমরা চেন ? যে কথাটা বল্লুম তার অর্থ বুঝলে না কেবল মোণ্ডা চেন মোণ্ডা চেন—তুমি একটি নিরেট গাধা—দেশ শুদ্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ ক'রলে কত মঙ্গল হয়, মহারাজের যে আর কোন কালে অকল্যাণ হবে না, তা বুঝলে না, কেবল মোণ্ডা চেন মোণ্ডা চেন।

মন্ত্রী—নিশ্চয়ই এ কথার অতি গভীর তাৎপর্য্য। তোমরা না হয় এই কথাগুলি ছন্দবন্ধ ক'রে ব'লতে, বিদূষক মশায় সাদা কথায় বুঝিয়ে দিলেন এই ত তফাৎ।

বিদূষক—দেখুন তো মন্ত্রী মশায় ! দেখুন তো, এমন কুষ্মাণ্ডও সভায় স্থান পায় ?

("হরের্নামৈব কেবলম্" তিনবার বলিতে বলিতে নারদের প্রবেশ। বিদূষক ব্যতীত সকলের উত্থান ও প্রণাম)

নারদ—(দ্রুপদের প্রতি) আশীর্ব্বাদ করি হরির কার্য্যে সহায় হও।

দ্রুপদ—আমার বড় সৌভাগ্য যে আজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্ত দেবর্ষি নারদ পদধূলি দানে আমার পুরী পবিত্র কল্লেন। আসন গ্রহণ করুন। (দেবর্ষির আসন গ্রহণ ও সকলের আসন গ্রহণ।)

বিদূষক—ম্যাঃ ইনিই দেবর্ষি নারদ!

দ্রুপদ—হ্যা, তোমার কি কিছু সন্দেহ আছে না কি?

বিদূষক—না আর সন্দেহ নাই, যে টুকু হয়েছিল তা তোমার প্রতি আশীর্ব্বাদের বহরে দূরীভূত হয়েছে।

দ্রুপদ—আশীর্ব্বাদে দূরীভূত হয়েছে কেমন?

বিদূষক—কেমন টেমন বিশেষ কিছু নয়, এই শুনে থাকি দেবর্ষির যেখানে শুভোদয় হয় সে স্থান অল্প দিনের মধ্যেই দেবাদি-দেব মহাকালের লীলাভূমিতে পরিণত হয়, তার উপর আবার বাঁকা ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি পড়লে আর বেশী দিন এগোয় না। তা তোমার উভয় যোগই ঘটেছে সুতরাং বৈকুণ্ঠবাস তোমার অচিরাৎই যে ঘটবে তাতে সন্দেহ খুব কম।

দ্রুপদ—ছি ছি সখা, দেবর্ষির প্রতি কি এমন কথা ব'লতে আছে, দেবর্ষি সকলের পূজনীয়। দেবর্ষিকে প্রণাম করে ক্ষমা ভিক্ষা কর'।
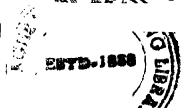
বিদূষক—তোমার হুকুম আর এড়াব কি করে। দেবর্ষি প্রণাম। রাজাকে ক্ষমা করবেন—আমায় করুন না করুন তাতে ক্ষতি নেই। সখা! আমি এখন চল্লুম।

দ্রুপদ—কেন হে এখনই যাবে কেন?

বিদূষক—না সখা; একটু আগে থেকেই যাওয়া ভাল, ব্রাহ্মণীকে সতর্ক করে দিইগে, লুচিমোণ্ডা আর বেশী দিন চ'লবে না, আবার শাক সুক্ত নিমঝোলে হাত পাকাক্। তবে আমি আসি। (প্রস্থানোদ্যত)

দ্রুপদ—তুমি এত অস্থির হচ্চ কেন? একটু সবুর করেই যাও না। (বিদূষক ফিরিয়া দাঁড়াইল)

নারদ—মহারাজ! উনি যখন যাবার জন্য এত ব্যস্ত, তখন ওঁকে যেতে দিন।

দ্রুপদ—আচ্ছা তুমি যেতে পার।

বিদূষক—যথা আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

দ্রুপদ—দেবর্ষে! শুভাগমনের কারণ কিছু জানতে পারি কি?

নারদ—না অন্য কিছু নয়। এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, অনেক দিন তোমাদের দেখিনি, তাই মনে কল্লুম আশীর্ব্বাদ করে যাই।

দ্রুপদ—আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আপনার আমাদের প্রতি এত দয়া।

নারদ—রাজকার্য্যাদি বেশ চ'লছে তো?

দ্রুপদ—আপনার আশীর্ব্বাদে বেশ সুচারুরূপেই সম্পন্ন হচ্ছে।

নারদ—শুনে বড় প্রীতিলাভ কল্লুম। ভাল কথা, দেখ আসতে আসতে পথে একজন ভিক্ষুক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। সে তোমার নাম ক'রে অনেক কথা বল্‌ছিল; কথাগুলো আমার ভাল লাগল না।

দ্রুপদ—কি কথা বল্‌ছিল দেবর্ষে? ব্রাহ্মণের নাম কি?

নারদ—বল্‌ছিল সে তোমার বাল্যবন্ধু, তুমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ আছ যে তোমার অর্দ্ধরাজ্য তাকে প্রদান কর্ব্বে। লোকটির নাম বল্লে দ্রোণাচার্য্য। কিন্তু লোকটি মেলা লোকের সামনে, তোমার নাম ক'রে এমন ক'রে বল্‌ছিল যে, আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ল না।

দ্রুপদ—হ্যাঁ, দ্রোণ বলে আমার একজন বাল্যসহচর ছিল বটে এবং তার কাছে ঐ রকম কি একটা প্রতিজ্ঞাও করেছিলুম।

নারদ—আহাহা হলই বা বাল্যসহচর, আর ছেলে বয়সে অনেকেই ওরূপ প্রতিজ্ঞা ক'রে থাকে, সে প্রতিজ্ঞাটা কি কোন কাজের কথা, আর সেই কথা নিয়ে লোকের কাছে ঐ রকম ঢাক পিট্‌তে হবে।

৩য় সভাসদ—তাতো বটেই, এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়।

নারদ—বোঝতো বাপু, সামান্য লোকের মুখে এরূপ কথা কি সহ্য হয়। তুই বাপু নেংটি পরা দরিদ্র আতুর ব্রাহ্মণ, তোর রাজা রাজাড়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব, রাজা তোকে তার অর্দ্ধ-রাজ্য দেবে আরও কত কি দেবে, এসব আজ্‌গুবী

কথা তোর মুখে কেন? খেতে পাসনে ভিক্ষে কর্, তা না রাজত্ব নেবেন—বলিহারি আস্পর্দ্ধা। আর একটা ছোট খাট রাজার নাম কল্লেও বুঝতুম, তা নয় একেবারে রাজাধিরাজ দ্রুপদের নাম। আমার বড় বিরক্তি হয়েছে, এসব অন্যায় আমি প্রশ্রয় দিতে মোটই রাজি না।

দ্রুপদ—না দেবর্ষি, আমি নিশ্চয়ই এর প্রশ্রয় দোব না, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।

নারদ—আশ্বস্ত হলুম। আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছিল, ছোট মুখে বড় কথা কি ভাল লাগে।

দ্রুপদ—দেবর্ষে! আজ যখন দয়া করে অধমের পুরীতে পদার্পণ ক'রেছেন, তখন অনুগ্রহ ক'রে আজ রাত্রিটা এখানে অতিবাহিত ক'রে যান; তা হ'লে কৃতকৃতার্থ হই।

নারদ—আচ্ছা, তুমি যখন অনুরোধ ক'রছ আর আমারও বিশেষ কাজ নেই তখন তাই হবে।

দ্রুপদ—বড়ই কৃতার্থ হলুম; আজিকার মত সভা ভঙ্গ হোক। চলুন দেবর্ষে অন্দরমহলে যাই।

নারদ—বেশ চল'। (সকলের প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য

বিদূষকের গৃহ-সন্মুখস্থ পথ।

বিদূষক পত্নী।

বিঃ পঃ—তাই তো বেলা তো গেল, সন্ধ্যেও লাগ্‌ব লাগ্‌ব হয়েছে, আজ এখনও যে এল না—হল' কি—কোন গুরুতর কাজে আটকিয়ে গেল না কি?—আর তার গুরুতর কাজই বা কি? মোণ্ডা বিতরণ করা?—তাতেই বা এত দেরী হবে কেন? কোন দিনই তো এত দেরি করে না—রাজার সঙ্গে মৃগয়ায় গেল নাকি?—উঁহু তা নয়, তা হলে নিশ্চয়ই সংবাদ দিয়ে যেত—নিশ্চয়ই রাজবাড়ীর কোন কাজে আটকিয়ে গ্যাছে। রাজরাজড়ার সঙ্গে সখ্যতা করাও মহাঝকমারী—সময়ে স্নান নেই, সময়ে খাওয়া নেই, সময়ে শোয়া নেই, এতে কি শরীর ট্যাকে? আমাদের নিমঝোল আর শাক চচ্চড়িই ভাল, মেঠাই মোণ্ডায় কাজ নেই—আজ বাড়ী ফিরলে বেশ ক'রে বলব—যাই এখন রাঁধা বাড়ার যোগাড় দেখিগে। (প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে বিদূষকের প্রবেশ)

বি—ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণীগো।

(বিদূষক পত্নীর প্রবেশ)

বিঃ পঃ—মাঝ পথে দাঁড়িয়ে এমন করে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী করে খাবি খাচ্ছ কেন বল দেখি, ব্রাহ্মণী কি মরেচে?

বিঃ—মরনি বটে তবে অৰ্দ্ধমৃতা আর আমিও খাবি খাতা।

বিঃ পঃ—চালাকি বিদ্রূপ ছেড়ে দিয়ে এখন কি হয়েছে স্পষ্ট ক'রে বল' দেখি।

বিঃ—কোন্ বেয়াদব চালাকি বিদ্রুপ করেছে—যা বলিছি তা নিছাক সত্যি কথা।

বিঃ পঃ—আমি মেয়েমানুষ অতশত বুঝি না, সাদা কথায় বুঝিয়ে দাও।

বিঃ—এই আজ রাজসভায় দেবর্ষি নারদের শুভাগমন হয়েছিল।

বিঃ পঃ—সে তো পরম সৌভাগ্যের কথা, দেবর্ষি নারদের দর্শন লাভ কি যার তার ভাগ্যে ঘটে।

বিঃ—যার খুসি সে ওই সৌভাগ্য নিয়ে থাক্ এমন সৌভাগ্য আমি চাইনে।

বিঃ পঃ—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ?

বিঃ—তা কতকটা—হতচ্ছাড়া হাড়হাবাতে ঋষি এত রাজরাজড়া থাকতে দ্রুপদ রাজার ঘাড়ে ভর ক'রলে গা।

বিঃ পঃ—আবোল তাবোল কি বকৃচ, তোমার দেখছি সত্যি সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে।

বিঃ—তাতো হয়েছেই, ওই অনামুখো ব্যাটার নাম শুনে পর্য্যন্ত হয়েছে।

বিঃ পঃ—ছি ছি অমন কথা মুখে এন না, ওতে মহাপাপ হয়।

বিঃ—সত্যি কথা ব'লব, তাতে পাপ হয় হোক্।

বিঃ পঃ—কি এমন সত্যি কথা ?

বিঃ—সত্যি কথা এই যে ঐ মতলববাজ্ ঋষি বিনা মতলবে কোথায়ও যায় না।

বিঃ পঃ—তাতে এল গেল কি—মতলব ক'রে না হয় কিছু বেশী ভিক্ষে নেবে, এই বইতো নয় ?

বিঃ—আরে মাগী এ মতলব হ'লে আর কে কি ব'লত।

বিঃ পঃ—তবে কি মতলব ?

বিঃ—দয়াময়ের মতলব হয় সমরানল জ্বালা, না হয় আত্ম-বিচ্ছেদ ঘটান, একান্ত পক্ষে কোঁদল বাধান।

বিঃ পঃ—তাতে তোমার আমার কি ?

বিঃ—তোমার আধ মরা হওয়া আর আমার খাবি খাওয়া।

বিঃ পঃ—কি বক্‌চ বল দেখি।

বিঃ—বেশী কিছু নয়, নিমঝোল আর সুক্তোয় আবার হাত পাকাতে সুরু করে দাও, লুচি মোণ্ডা আর বেশী দিন চলছে না।

বিঃ পঃ—কেন ?

বিঃ—আর কেন কেন নয়, ঋষিরাজ যখন দয়া করে মহারাজ দ্রুপদের স্কন্ধে ভর ক'রেছেন তখন অচিরাতিতো মহারাজের দফারফা হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লুচি মোণ্ডার গোড়ায় বালি প'ড়বে।

বিঃ পঃ—য়্যাঃ বল কি ? এমন মুখ'কপালে ঋষি।

বিঃ—কোথায় ঝগড়া বাধলে ঐ দুর্ম্মুখ ব্যাটার নাম করে যাতে ভাল ক'রে ঝগড়া বাধে এ কথা শোননি ?

বিঃ পঃ—হ্যা শুনিছি লোকে নারদ না রদ বলে।

বিঃ—এখন বুঝলেতো।

বিঃ পঃ—তাতো বুঝলুম—এখন হবে কি ?

বিঃ— গীত।

এখন আমি খাবি খাব তুমি হবে আধমরা
চারি চক্ষু সদাই মোদের থাকবে শুধু জল ভরা,
লুচি মোণ্ডার পরিবর্ত্তে খাব নিম আর সুক্ত
বন্যজাত শাকসবজীতে হ'তে হবে পোক্ত,
রাঁধতে রাঁধতে মুখে তোমার পড়বে পুন কালি,
আমার মাথায় পড়বে টাক বইতে বইতে ডালি ;
প্রতি কথায় ব্রাহ্মণীগো চলবে না আর মান করা,
সোণা দানা তোমার প্রিয়ে হবে না গো আর পরা ॥

বিঃ পঃ—আমার লুচি মোণ্ডার দরকার নেই—সোণা দানাও চাইনে, তুমি এখন ঘরে চল আমি রান্না বান্নার যোগাড় দেখিগে।

বিঃ—তুমি তো বেশ বল্লে, তোমার সোণার সঙ্গে যে ছাই প'ড়বে তা আমি কেমন ক'রে সইব।

গীত।

পড়বে ছাই যে সোণার অঙ্গে কেমন করে দেখব তায়,
তোমার সোণার বরণ হবে কালি এও কিগো মোর প্রাণে সয়,
সোণার হাতে বাটনা বেঁটে, পড়বে কড়া প্রতি গাঁটে,
জলের মধ্যে থেকে থেকে ধরবে হাজা সোণার পায়,
নখরে যার পদ্ম ভাসে বদনে চন্দ্রমা হাসে,

কুচযুগ শোভা হেরি মুনি ঋষি মোহ পায়,
এমন সোণার ব্রাহ্মণীগো ঠেলতে তোমায় হবে হাঁড়ি
এই দুঃখেতে পরাণ কাঁদে বুকগো আমার ফেটে যায়॥

বিঃ পঃ—আর তোমার মস্করায় কাজ নেই।

বিঃ—আমি তোমার সঙ্গে মস্করা করচি? আমার বুক যে ফেটে যাচ্চে তুমি তা বুঝবে কি করে—লক্ষ্মীছাড়া বিটলে ঋষি শেষে আমারই দুষ্‌মন হ'ল গা।

(ভার-স্কন্ধে দু'জন ভারবাহকের প্রবেশ)

১ম ভাঃ বাঃ—ঠাকুর! বিদূষক মশায়ের বাড়ী কোথায় ব'লতে পার'?

বিঃ—ওরে বাপু আমিই বিদূষক আর এই আমার বাড়ী।

১ম ও ২য় ভাঃ বাঃ—পেন্নাম হই ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ কর'।

বিঃ—(ভার দেখিয়া) তোরা রাজবাড়ী থেকে মেঠাই মোণ্ডা এনেছিস, তোদের প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ ক'রচি—তোদের মঙ্গল হ'ক! ব্রাহ্মণী জিনিষগুলি ঘরে নিয়ে যাও।

বিঃ পঃ—(বিদুষকের প্রতি) কিগো, এসব কি; দেবর্ষিকে বৃথা বৃথি কতকগুলো কটু কথা বল্লে।

বি—জিনিসগুলো ভালয় ভালয় আগে ঘরে তোল দেখি—এখনও বিশ্বাস নেই।

বি-প—দেবর্ষিকে আর গালাগালি দিও না; এই আমি জিনিস নিয়ে যাচ্চি।　　　(দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান)

১ম ভাঃ বাঃ—ঠাকুর আমরা কিছু বকসিস পাব না।

বি—ওরে বাপু আমাকেই সকলে প্রণামি দেয়, আমি তোদের বকসিস দোব কোত্থেকে ?

২য় ভাঃ বাঃ—নিদেন দুটো মোণ্ডাই দাও।

বি—ওরে ব্যাটা অমন কথা বলিস্ নে—তার চেয়ে আমার গলায় ছুরি দে।

গীত।

(ওরে) মোণ্ডা মোর জান্ মোণ্ডা মোর প্রাণ
মোণ্ডা সে অমিয়ধারা,
মোণ্ডা না থাকিলে এই ভূমণ্ডলে সংসার হইত কারা,
মোণ্ডা মুখে দিলে জ্বালা যায় চ'লে আনন্দে পরাণ ভাসে,
রসনা বিবরে প্রবেশিলে পরে হইগো আপন হারা।
মোণ্ডার তুলনা কি দিব উপমা কবিকুল নাহি পারে,
স্বরগের সুধা খেলে হরে ক্ষুধা হইগো পাগল পারা ;
এ মোণ্ডা চাহিলে প্রাণ উঠে জ্ব'লে, ক্রোধেতে অধীর হই,
ছুটি চারিভিতে লাঠি লয়ে হাতে, কেঁদে কেঁদে হই সারা॥

১ম ভাঃ বাঃ—কই ঠাকুর, আমাদের কথার উত্তর দিলে না ?

বি—আমি কি এতক্ষণ ভস্মে ঘি ঢাল্‌লুম—বেল্লিক ব্যাটারা, আমি যে তোদের কথায় উত্তর দিতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেল্লুম, তা কি শুধু শুধু।

১ম ভাঃ বাঃ—মোণ্ডা নেই দাও না দেবে, তা বলে তুমি গালাগালি দেবার কে ?

বি—গালাগালি দিলুম কখন ?

১ম ভাঃ বাঃ—বেল্লিক বল্লে আর গালাগালি দিলে না।

বি—বেল্লিক কি গালাগালিরে হতভাগা নচ্ছার্‌রা।

১ম ভাঃ বাঃ—আরও মাত্রা বাড়িয়ে দিলে, তুমিতো দেখছি ভদ্দর নোক নও।

বি—গর্ভস্রাব ব্যাটারা, যা মুখে আসছে তাই বলছিস্।

২য় ভাঃ বাঃ—মোণ্ডা দেবার কেউ নও—গালাগালি দিতে তো খুব মজবুত।

১ম ভাঃ বাঃ—এতদূর ভার বয়ে ওনার জন্য মেঠাই মোণ্ডা আন্‌লেম, আর বকসিসের বেলায় গালাগালি। এবার তোমায় কচু খাওয়াব।

বি—তবেরে হারামজাদা ব্যাটারা, আমায় কচু খাওয়াবি—একবার মোণ্ডা চেয়ে মাথা বিগড়িয়ে দিইছিস্ তার উপর কচু খাওয়াবি বলে রাগ বাড়াচ্ছিস্।

১ম ভাঃ বাঃ—রাগ বাড়লো তো আমাদের বয়ে গেল।

২য় ভাঃ বাঃ—ইন্দুরের গত্ত খুঁজব নাকি ঠাকুর !

বি—তবেরে হতচ্ছাড়া ব্যাটারা, আমায় ঠাট্টা, এই তোদের মজা দেখাচ্ছি—(লাথি গলা ধাক্কা প্রভৃতি প্রদান)।

১ম ভাঃ বাঃ—য়্যাঃ তুমি সত্যিই মাল্লে—তুমি কখনই বামুন নও।

বি—আমি বামুন কি না তা তোদের ভাল করে শেখাচ্ছি (পুনরায় প্রহার)।

১ম ভাঃ বাঃ—বাবারে গেলুমরে, মেরেফেল্লেরে, এমন জল্লাদতো কখন দেখিনি গো।

২য় ভাঃ বাঃ—আচ্ছা ঠাকুর, নিজের কোটে পেয়ে খুব ঠেঙ্গিয়ে নিলে—কাল তুমি রাজবাড়ী যাও কেমন করে তা একবার দেখে নোব; গোবেড়ন বেড়োব, হাড়গোড় আস্তা রাখব না, না হয় এ রাজত্বি ছেড়ে চলে যাব।

(দুই ভারবাহকের বেগে প্রস্থান)।

বি—ব্যাটারা আমাকে ভয় দেখিয়ে গেল। ও ব্রাহ্মণি, ব্রাহ্মণি।

(বিদূষক পত্নীর বেগে প্রবেশ)

বি প—কি হয়েছে আবার ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী ক'রে পাড়া মাতাচ্ছ কেন ?

বি—ওগো সর্ব্বনাশ হয়েছে গো সর্ব্বনাশ হয়েছে।

বি'প—কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

বি—মহাসর্ব্বনাশ গো মহাসর্ব্বনাশ।

বি-প—প্রকাশ করে বল' তা না হলে বুঝব কেমন ক'রে।

বি—ওগো আমার রাজবাড়া যাওয়া বন্ধ।

বি-প—য়্যা বল কি, রাজা এই হুকুম দিয়েছেন না কি ?

বি—আরে রাজা দিতে যাবেন কেন।

বি-প—তবে বন্ধ করলে কে ?

বি—সেই ভারবাহক দু'বেটা।

বি-প—কি পাগলের মত বক্‌ছ—ভারী দু' ব্যাটা কি রাজা যে তারা তোমার রাজবাড়ী যাওয়া বন্ধ করলে।

বি—সত্যিই কি তারা হুকুম দিয়েছে, তা নয়, তবে তারা আমায় শাসিয়ে গ্যাছে।

বি-প—কি শাসিয়েছে।

বি—রাজবাড়ী যাবার পথে আমায় গোবেড়ন বেড়োবে।

বি-প—কেন, তুমি তাদের কি করেছ।

বি—বিশেষ কিছু নয়—আমায় রাগিয়ে দিলে তাই দু'চার ঘা দিয়ে দিইছি।

বি-প—গায়ে বেদনা লাগলে মানুষের রাগ হয়েই থাকে।

বি তা ত আমি বুঝলুম, এখন আমার উপায় কি?

বি-প—উপায় ত তুমি নিজেই ঠিক করে রেখেছ—নিমঝোল আর সুক্ত।

বি—য়্যা, শেষে তুমিও আমার শত্তুর হলে?

বি-প—হলুম, হলুম, এখন চল'।

বি—না, এর একটা উপায় স্থির না হ'লে আর ঘরে যাব না।

বি-প—উপায় হবে, এখন চল'।

বি—কি উপায় আগে বল'।

বি-প—মহারাজকে পত্র লিখে পাঠাও একজন পেয়াদা পাঠাতে, পেয়াদা এলে তার সঙ্গে রাজবাড়ী যেও।

বি—ঠিক বলেছ। কি বুদ্ধি তোমার ব্রাহ্মণি! তোমার বুদ্ধির জোরেই আমি এতদিন টিকে আছি। মহারাজকে এখন চিঠিখানা লিখে ফেলি, কি বল।

বি-প—হ্যা ঘরে গিয়ে তাই লিখ্‌বে চল'।

বি—সমস্ত ঘটনাগুলো খুলে লিখে দি, কেমন।

বি-প—তা হলেই হয়েছে আর কি—লোকে যে গো-ব্রাহ্মণ

ব'লে তোমাদের পরিহাস করে, তা দেখছি অন্যায় নয়।

বি—ন্যায় কিসে—আমাদের কি গরুর মত চেহারা।

বি-প—চেহারা নয় বটে তবে বুদ্ধি ঐ রকমই। যাহ'ক রাজাকে সমস্ত ঘটনা লিখো না, তা'হলে লোকে যা বলে তিনিও তোমাকে তাই ঠাওরাবেন।

বি—তবে কি লিখি, আমার যে অন্য কিছু জোয়াচ্ছে না, তুমিই বলে দাও না।

বি-প—লিখবে, মহারাজ! কাল থেকে মনটাও ভাল নেই শরীরটাও খারাপ হয়েছে—পথে একাকী যেতে সাহস হচ্ছে না—একজন পেয়াদা বা সেপাই অবশ্য অবশ্য পাঠাবেন।

বি—ঠিক বলেছ, এতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে—আমার কাজও সিদ্ধ হবে অথচ ভারীব্যাটাদের ব্যাপারটাও চাপা থাকবে,বলিহারি তোমার বুদ্ধি ব্রাহ্মণি—কিন্তু আবার আর এক বিপদে পড়লুম যে।

বি-প—আবার কি বিপদে পড়লে, তোমার কি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিপদ আসে?

বি—চিঠিখানা রাজবাড়ী পাঠাব কাকে দিয়ে ; আমার তো আর দরওয়ান চাকর নেই,এযে আর এক সমস্যার মধ্যে পড়লুম।

বি-প—এ জন্যে আর তোমায় ভাবতে হবে না, এ বিপদ-সমস্যা হতে আমিই তোমায় উদ্ধার করব অখন—পাড়ার একটা ছোড়াকে দিয়ে পাঠিয়ে দোব।

বি—ব্রাহ্মণি! তুমি আমায় বাঁচালে; তোমার মত বুদ্ধিমতী স্ত্রী যার আছে তার কি আর কিছু ভাবনা থাকে; তুমি কি আমার যা তা—তুমি শয়নে মন্ত্রী, রন্ধনে যন্ত্রী, আর কথোপকথনে তন্ত্রী।

বি-প—আচ্ছা তোমার কি এখনও কথার অর্থবোধ হয় নি?

যে কথাগুলো শেষে বল্‌লে তার কি কোন অর্থ হয়?

বি—আরে অর্থবোধের দরকার কি—কেমন মিলন বল দেখি —কি না শয়নে, রন্ধনে, কথোপকথনে, আর মন্ত্রী যন্ত্রী তন্ত্রী, আহা হা কি সুন্দর মিল।

বি-প—তা বেশ হয়েছে, এখন ঘরে চল, কতক্ষণ ধরে ব'লছি, তুমি কি আমার কথা শুনবে না?

বি—য়্যা বল কি? তোমার কথা শুনবো না? তাও কি কখন সম্ভব? তুমি যে আমার সর্ব্বস্বধন গো সর্ব্বস্বধন।

গীত।

তুমি যে সর্ব্বস্বধন,
তোমা বিনা আর নাহি গো আমার জগতে আপনজন;
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে তুমি যে কণ্ঠের হার,
জপ তপ ধ্যান তুমি সে পরাণ তুমি গো জীবন মন,
জ্ঞান বুদ্ধি বল তুমি যে কেবল তোমা বই কিছু জানি না,
এ তিন ভুবনে তোমার বিহনে হেরি গো বিজন বন;
শারদ আকাশে তুমি যে চন্দ্রমা বসন্তে মলয় বায়,
তব স্বর মাঝে সদা গো বিরাজে কোকিলের কুহু কূজন॥

ব্রাহ্মণী তুমি না থাকলে সংসার আমার একেবারে আঁধার হ'ত।

দি-প—ব্রাহ্মণীর সুখ্যাতিতে আর দরকার নেই, এখন ঘরে চল'।

বিঃ—আহা গজেন্দ্রগামিনী তুমি সত্যি সত্যিই শাপভ্রষ্টা দেবী, এই অধমকে কৃতার্থ করতেই মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছ।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

রাজসভা

দ্রুপদ, মন্ত্রী ও সভাসদবর্গ।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত— (অভিবাদনান্তে জোড়হস্তে) মহারাজ!

আজানুলম্বিত বাহু আয়ত লোচন
নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব্ব তেজপুঞ্জ কায়
মাগিছে ব্রাহ্মণ এক রাজ-সন্দর্শন,
কিন্তু প্রভো! অতি দীন দরিদ্র সে জন
অনুমান হয় তার অঙ্গ সন্দর্শনে—
উঠে খড়ি দেহ হতে তৈলের অভাবে,
কুঞ্চিত কেশরদাম জটাবিমণ্ডিত,
পিন্ধনে মলিনবাস জীর্ণ গ্রন্থিগাঁথা,
উত্তরীয় অতি হেয়, দুর্গন্ধেতে ভরা।

দ্রুপদ— যেমতি হউক তাঁর অঙ্গের শোভন
পিন্ধনে হউক তাঁর মলিন বসন
তথাপি ব্রাহ্মণ তিনি, নমস্য আমার!
ব্রাহ্মণের নাহি বাধা রাজ-সন্দর্শনে।
শীঘ্র তুমি সসম্মানে আন দ্বিজবরে,
ক্ষণমাত্র আর যেন বিলম্ব না হয়।

(অভিবাদনান্তে দূতের প্রস্থান এবং দ্রোণের প্রবেশ। সকলের দ্রোণকে প্রণাম এবং দ্রোণের হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ)।

দ্রুপদ— কহ বিপ্র! কি কারণে এসেছ পাঞ্চালে,
কিবা অভিলাষ তব কহ বিবরিয়া।

দ্রোণ— সখা! চিনিতে না পার মোরে দীনতা নেহারি,
আমি সেই দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজ-সুত,
যাঁহার আশ্রমে তুমি বালক-বয়সে
শিখিলে বিবিধ বিদ্যা শস্ত্র শাস্ত্র আদি,
যাহার সহিত সখা! করিতে পঠন
বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র কাব্য অলঙ্কার,
একত্রে করিতে ক্রীড়া শয়ন ভোজন,
ক্ষণমাত্র অদর্শনে হইতে অস্থির,
সেই দ্রোণাচার্য্য আমি বাল্যবন্ধু তব;
দরিদ্রতা দোষে আজি গুণ-মান-হীন।

দ্রুপদ— (নীরব)

দ্রোণ— কি হেতু নীরব তুমি রহিলে দ্রুপদ!

বাল্যবন্ধু-দুঃখবার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে
স্বচক্ষে নিরখি তার দীন-হীন-বেশ
কষ্টেতে নিরোধ বুঝি হইয়াছে ভাষা ?
দুঃখিত যদ্যপি তুমি আমার কারণ,
বিদূরিত কর সখা ! সে দুঃখ অচিরে ;
বাল্যের প্রতিজ্ঞা তব করহে স্মরণ—
পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে যে কালে
যাবদীয় ভোগ তব সম্পতি সম্পদ
ভুঞ্জিবে একত্রে বন্ধু ! আমার সহিত :
এবে সেই কাল সখা ! হয়েছে উদয়,
অধিষ্ঠিত হইয়াছ পিতৃ-সিংহাসনে ;
প্রতিজ্ঞার মত কার্য্য কর সম্পাদন,
দুঃখ কষ্ট যত মোর কর। ত্বরা দূর ।

দ্রুপদ— (রোষ-কষায়িত নেত্রে)

নিতান্ত নির্ব্বোধ তুমি বাতুল অজ্ঞান,
তা না হ'লে সম্বোধিছ সখা বলি মোরে
বিপুল সম্পদশালী পাঞ্চাল অধিপে ;
যাহার প্রতাপে কাঁপে সমগ্র মেদিনী,
সমকক্ষ যোদ্ধা যার নাহি ভূমণ্ডলে ;
সমগ্র ক্ষত্রিয়জাতি ভয়ে কম্পমান্
সম্বোধিতে সখা বলি এ হেন ভূপালে
উদিল না মনে ভয় হৃদয়ে সঙ্কোচ ?

ছিলে বটে বাল্যকালে সতীর্থ আমার—
স্থাপিত হইয়াছিল বন্ধুত্ব তখন ;
(কিন্তু) নহ আর উপযুক্ত রে দীন কাঙাল !
স্থাপিতে সে সখ্য পুন ভূপাল সহিত।
সমানে সমানে হয় বন্ধুত্ব স্থাপন
নির্ধন ধনীতে তাহা হয় না কদাপি,
পণ্ডিত মূর্খেতে যথা হয় না মিলন
শূর সহ নাহি হয় ক্লীবের সখ্যতা
উৎকৃষ্টে নিকৃষ্ঠে নাহি জন্মে বন্ধুভাব
তেমতি সখ্যতা নাহি সম্ভবে কখন'
দরিদ্রের রাজা সহ পৃথিবী মাঝারে ;
এ কু আশা পরিত্যাগ কর অচিরায়,
দরিদ্র আতুর লোভী পরশ্রীকাতর।
'কহিলে প্রতিজ্ঞা আমি করেছি সে কালে
ভুঞ্জিব রাজত্ব-সুখ তোমার সহিত,
বিন্দুমাত্র মোর তাহা হয় না স্মরণ
কল্পনা-প্রসূত তব ইহা মনে লয় ;
যে হোক সে হোক তাহা নাহি গণি আমি,
আদেশ দিতেছি এবে শোন দীন দ্রোণ !
এক রাত্রিমাত্র পার ভুঞ্জিতে হেথায়
রাজভোগ প্রাণ ভরি যত ইচ্ছা তব।

দ্রোণ—(ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক)

চাহি না ভুঞ্জিতে আর রাজভোগ হেথা,
রাজভোগ দরিদ্রের শোভা নাহি পায়,
যদি কভু ভাগ্যে হয় সে দিন উদয়,
আবার আসিব ফিরে সখা সম্ভাষণে।

(সতেজে দ্রোণের প্রস্থান)

দ্রুপদ—মন্ত্রী

নহি শক্ত আজি আমি, অসুস্থ শরীর,
রাজ-কার্য্য সবে মিলি কর সম্পাদন।

মন্ত্রী—যথা আজ্ঞা মহারাজ। (দ্রুপদের প্রস্থান)।

১ম-সঃ—তাইতো হে ব্যাপারখানা কি বল দেখি।

২য়-সঃ—আমি ত কিছুই ঠাউরাতে পার্চ্চিনি।

৩য়-সঃ—যা হ'ক ব্রাহ্মণকে ঐরূপ কটূক্তি করা উচিত হয়নি।

(বিদূষকের লাঠি হস্তে প্রবেশ)

মঃ—আসুন বিদূষক মশায়, আজ এত দেরি যে ?

বিঃ—অনেকটা রাস্তা আসতে হয়, তাতে আজ আবার বেরুতে একটু দেরি হয়েছিল।

মঃ—একি আপনার হাতে লাঠি কেন, পথে কি ভয়ের কোন কারণ হয়েছে ?

বিঃ—না বিশেষ কিছু নয় (জনান্তিকে—তাইতো টের পেলে নাকি, ভারীব্যাটারা কি বলে দিয়েছে ? কেন ম'রতে লাঠি হাতে করেই সভায় ঢুকলুম—সিপায়ের কাছে রেখে আসলেই হ'ত)

মঃ—এতক্ষণ ধরে ভাবছেন কি ?

বিঃ—না ভাবছি না—অনেকটা পথ হেঁটে এসে হাঁপ ধরেছে—তাই হাঁপ ছাড়ছিলুম।

মঃ—আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিলেন না ?

বিঃ—কি জানেন, পথে কুকুরটা বেরালটা গরুটা ছাগলটা থাকে, লাঠি দেখলেই সরে যায়; পথ ঘাট চ'লতে লাঠি এক গাছ সঙ্গে থাকাই ভাল—সময় সময় অনেক উপকারে আসে।

মঃ—তা ঠিক।

বিঃ—মহারাজ কোথায় ? তিনি এখনও সভায় আসেন নি ?

মঃ—তিনি এসেছিলেন। শরীর অসুস্থ ব'লে অন্তঃপুরে চলে গ্যাছেন।

বিঃ—হঠাৎ অসুখের কারণ কি ?

মঃ—তা ঠিক ব'লতে পারছি না—তবে একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে বকাবকি হয়েছে।

বিঃ—বকাবকির ফলাফল।

মঃ—ফলাফল, ব্রাহ্মণ জলস্পর্শ না করেই ক্রোধকম্পিত-কলেবরে রাজপুরী থেকে চলে গেলেন।

বিঃ—ব্রাহ্মণের নামটা শুনেচেন ?

মঃ—দ্রোণাচার্য্য।

বিঃ—য়্যা বলেন কি—দ্রোণাচার্য্য রাগ ক'রে চলে গ্যাছেন!

মহারাজ তাঁকে চটিয়েছেন! কাজটা ভাল হয়নি মন্ত্রী মশায়।

মঃ—কি ক'রব বলুন, আমাদের তো কোন হাত ছিল না।

বিঃ—দ্রোণাচার্য্য একজন মহাশক্তিশালী পুরুষ। তাঁর পিতার নিকট তো যথেষ্ট অস্ত্রাদি বিদ্যা শিক্ষা করেছেন, তা ছাড়া বীরাবতার পরশুরামের যাবদীয় অস্ত্র-শস্ত্রাদি-প্রয়োগ-সংহার সমেত প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি ইচ্ছা ক'রলে দ্রুপদ রাজের মত শত শত রাজার রাজত্ব মুহূর্ত্ত মধ্যে ধূলিসাৎ করতে পারেন। এমন মহাবল পুরুষকে চটান আদৌ ভাল হয়নি। না এতে কারুরই দোষ নেই, যখন কোন্দলপ্রিয় ঋষির শুভাগমন হয়েছে তখন কি আর একটা গণ্ডগোল না বেধে যায়। লক্ষ্মীছাড়া ব্যাটার যেখানেই নাম হয় সেখানেই যখন কোন্দল বেধে ওঠে তখন এখানে যখন স্বশরীরে উদয় একটু বেশী ত হওয়া চাই। চলুন, আর ভেবে চিন্তে কি হবে—বিধাতা কপালে যে আঁচড়টা দিয়ে দিয়েছেন সেটা ফলবেই, একটুও এদিক ওদিক হবে না।

মঃ—না আর আমরা ভেবেই বা কি ক'রব। চলুন যাই।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন।

কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ।

যুধিষ্ঠির—এস আজি একশত পঞ্চ ভাই মিলি
ক্রীড়া করি লয়ে এই লৌহের বর্ত্তিকা।

দুর্য্যোধন—আপত্তি নাহিক কিছু খেলিতে আমার,
বনে বনে ভ্রমি কিছু আনন্দ না পাই,
খেলা পেলে মহানন্দ হইবে এখনি
বন-ভ্রমণের কষ্ট যাইবে চলিয়া।
ভীম আর আমি তাত! খেলিব প্রথমে
অন্য কেহ সমকক্ষ নহে মোর সনে।

ভীম— এস তবে দুর্য্যোধন, দাও দাদা ভাঁটা,
খেলা করি মহারঙ্গে মত্তগজ সম;
অন্য ভাইগণ সবে দেখুক দাঁড়ায়ে
কে কারে হারাতে পারে বর্ত্তুল ক্ষেপনে।
(যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে বর্ত্তুল প্রদান)

দুর্য্যোধন—আমিই প্রথমে ভীম! নিক্ষেপি বর্ত্তুল,
ধর তুমি নিজ করে স্ববল প্রকাশি,
সক্ষম হইলে পরে তুমি নিক্ষেপিবে,
আপনি ধরিব আমি স্বীয় বাহুবলে।

ভীম— বিন্দুমাত্র নাহি তাহে আপত্তি আমার,
যত শক্তি আছে তব করি সঞ্চালন
ছাড় ভাটা দুর্য্যোধন, ধরিব অক্লেশে,
ননীর পুতুলে যথা ধরে শিশুগণ।

দুর্য্যোধন—দেখা যাবে ভীমসেন! আস্ফালন তব,
দুর্য্যোধন-ক্ষিপ্ত-ভাঁটা হবে না কদাপি
ননীর পুতুল সম, ধরিবে অক্লেশে,
নিক্ষেপি বর্ত্তুল তবে ধর বৃকোদর।

(দুর্য্যোধনের বর্ত্তুল ক্ষেপন এবং ভীমের ধারণ)

ভীম— দেখ দুর্য্যোধন! আমি ধরেছি বর্ত্তুল,
ব্যাথা মম বিন্দুমাত্র লাগে নাই করে।
এবার বর্ত্তুল তুমি ধর দুর্য্যোধন!
মম হস্ত বল তুমি নেহার কেমন।

(ভীমের বর্ত্তুল ক্ষেপন দুর্য্যোধনের ধারণ কিন্তু হস্তচ্যুত হওন এবং গড়াইয়া নিকটস্থ শুষ্ক কূপে পতন এবং দুঃশাসন প্রভৃতির বৃথা উত্তোলনের চেষ্টা)

ভীম— পরাজয় দুর্য্যোধন! মান মোর পাশে
যেহেতু বর্ত্তুল-বেগ সহিতে না পারি
ফেলে দিলে ভূমতলে স্পর্শমাত্র করি,
নিশ্চয় বেদনা হস্তে লেগেছে তোমার।

দুর্য্যোধন—কখনই ব্যাথা মোর লাগে নাই হাতে,
সে কারণে হস্তচ্যুত হয়নি বর্ত্তুল,

প্রতিলক্ষ হেতু ভাঁটা গিয়াছে পড়িয়া,
হার ইথে কেন আমি করিব স্বীকার।

যুধিষ্ঠির—দুর্য্যোধন হার ইথে না পারি মানিতে,
বার বার তিনবার হ'লে পরাজয়
হার জিত বলি তবে হয় গণনীয়,
একবার কোন ক্রমে যেতে পারে প'ড়ে।

দুর্য্যোধন—যা কহিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই কথা ঠিক,
তিনবার ভাঁটা যদি হস্তচ্যুত হয়
তবে আমি হার বলি করিব স্বীকার.
কর তবে ভীম! পুন বর্ত্তুল-ক্ষেপন।

দুঃশাসন—বর্ত্তুল পড়েছে এই নিরুদক কূপে,
বহু চেষ্টা করি মোরা হইনি সক্ষম
তুলিতে এ কূপ হ'তে প্রাণপণ করি,
পার যদি উদ্ধারিয়া কর ক্রীড়া পুন।

(সকলে মিলিয়া কূপ সন্নিকট গমন এবং বর্ত্তুল তুলিতে চেষ্টা করণ ও অকৃতকার্য্য হওন ; দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ এবং রাজপুত্রগণ কর্ত্তৃক বেষ্টন)

দ্রোণ— কি হেতু বেষ্টিলে মোরে রাজপুত্রগণ,
পথ-রোধ করি কেন দাঁড়ালে আমার?

যুধিষ্ঠির—অশক্ত হইয়া মোরা ভাঁটা উত্তোলনে
সুগভীর নিরুদক কূপ হতে ওই

আশ্রয় লতেছি তব হে দ্বিজসত্তম!
দয়া করি স্বীয় বলে দেহ উদ্ধারিয়া।
দ্রোণ— অদূরে দাঁড়ায়ে আমি হেরিয়াছি সব,
কাপুরুষ হীনবল তোমরা সকলে,
ধিক্ ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষা তোমা সবাকার;
বিশ্রুত ভরতবংশে জনম লভিয়া
সামান্য এ কূপ হতে পার না উঠাতে
ক্রীড়ার গুলিকা নিজ রাজপুত্রগণ!
এখন' যে বংশে বসি অসীম বিক্রম
জগতের অগ্রগণ্য বীরেন্দ্র-কেশরী
ইচ্ছিলে করিতে পারে মুহূর্ত্তে প্রলয়
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাক্ ভীষ্ম মতিমান্,
সেই বংশে জন্মি যত ক্ষত্রিয়কুমার;
কুলের উজ্জ্বল কীর্ত্তি করিছ বিলোপ!
আশ্রয় আমার যবে লয়েছ তোমরা
মুহূর্ত্তে উঠায়ে দিব ভাঁটা কূপ হ'তে,
স্বুবর্ণ অঙ্গুরী মোর ফেলিতেছি কূপে
ইহাও উঠাব দেখ ধনুর্বিদ্যা বলে।
ঈষীকার বন ওই দেখিছ অদূরে,
ওই ঈষীকার গুচ্ছ জুড়িয়া কার্ম্মুকে
তুলিব বর্ত্তিকা আর অঙ্গুরী আমার—
ভোজ্য দিয়া যদি তুষ্ট কর সবে মোরে।

যুধিষ্ঠির—পার যদি কূপ হ'তে তুলিতে বর্ত্তিকা,
সামান্য ভোজ্যের কথা কহিছ কি দ্বিজ !
সর্ব্বসুখ প্রদানিব গুরু আজ্ঞা লয়ে,
চিরকাল অন্ন বস্ত্র পাইবে ব্রাহ্মণ।

(দ্রোণের ঈষীকা বনে গমন ও ঈষীকা আনিয়া ধনুকে জুড়িয়া)

দ্রোণ— জুড়েছি ঈষিকাগুচ্ছ ধনুকে আমার,
দেখ তবে স্থির-নেত্রে রাজপুত্রগণ !
উত্তোলন করিতেছি কূপ মধ্য হ'তে
মুহূর্ত্তে বর্ত্তিকা আর অঙ্গুরী আমার।

(বাণ পরিত্যাগ ও কূপ মধ্য হইতে বর্ত্তিকা এবং অঙ্গুরী উত্তোলন)

যুধিষ্ঠির—প্রণতি চরণে দ্বিজ ! শত শত বার,
অন্যের অসাধ্য যাহা করিলে সাধন,
অপূর্ব্ব ক্ষমতা তব বসুন্ধরা মাঝে ;
কর' চরিতার্থ এবে পরিচয় দানে।

দ্রোণ— শোন রাজপুত্রগণ ! তোমরা সকলে
পিতামহ ভীষ্ম পাশে জানাও ত্বরায়
মম রূপ গুণ কথা বিশেষ করিয়া,
পরেতে পাইবে সবে পরিচয় মোর।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভীষ্মের কক্ষ।

ভীষ্ম ও বিদূর।

ভীষ্ম— বড়ই চিন্তিত বৎস! করেছে আমায়
রাজপুত্রগণ সবে এ বৃদ্ধ বয়সে,
উজ্জ্বল ভরতবংশ-সম্মান-রক্ষণে
একটিও উপযুক্ত হয়নি অদ্যাপি।
লভিছে কুমারগণ যে শিক্ষা অধুনা
ধনুর্ব্বেদ মহাবিদ্যা কৃপাচার্য্য পাশে,
অতি নীচ সেই শিক্ষা শৌর্য্য-বীর্য্য-হীন,
বংশমান রক্ষা তরে নহে সুপ্রচুর।
কেমনে রক্ষিব এই বিপুল গৌরব,
চির দীপ্ত বংশ-খ্যাতি সূর্য্যরশ্মি সম
কেমনে রহিবে ব্যাপি জগৎ জুড়িয়া
যেমতি অদ্যাপি ব্যাপ্ত ধরণী মাঝারে।
পৌত্রগণে কেমনে বা সে সুশিক্ষা দানি
পারে যাহে রাখিবারে বংশের মর্য্যাদা
উজ্জ্বল উজ্জ্বলতর দূর ভবিষ্যতে,
তাদেরো সুকীর্ত্তি ঘোষে যুগান্ত ব্যাপিয়া।

বিদূর— উপযুক্ত নহে যদি কৃপাকার্য্য তাত!
ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষাদানে রাজপুত্রগণে,

সুশিক্ষিত গুরু অন্য আহ্বানি হেথায়
পৌত্রগণে সমর্পণ কর তার করে।
দুশ্চিন্তা এ হেতু তব এ বৃদ্ধ বয়সে
কদাপি উচিত কিংবা যুক্তিযুক্ত নয়।

ভীষ্ম— বুঝি সব, কিন্তু বৎস ! তথাপি অক্ষম
রোধিতে মমতাপূর্ণ মায়ার বন্ধনে,
যে দিন অকালে পাণ্ডু শিশুগণে রাখি
বৃদ্ধ-বুকে শেলহানি গিয়াছে চলিয়া
সে দিন হইতে মোরে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে
আবদ্ধ করেছে পুন নির্ম্মম সংসার।
ধৃতরাষ্ট্র চির অন্ধ পারে না শাসিতে
সুবিশাল এ সাম্রাজ্য সুব্যবস্থা করি,
কাজেই আমারে বৎস ! এ সব কারণে
কর্ম্মেতে করেছে লিপ্ত এ বৃদ্ধ-বয়সে।
মায়াময় মায়াখেলা এ বিশ্ব সংসার,
মায়ার পুতুল মোরা করি মায়াখেলা
যতদিন ইচ্ছা তাঁর মায়ার জগতে,
ইচ্ছা পরিপূর্ণ হ'লে এ খেলা সুন্দর
ভেঙ্গে যাবে চিরতরে অনন্তে মিশায়ে।
বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষ নাহি ভেদাভেদ
কর্ম্মময় কর্ম্মক্ষেত্রে রবে যত কাল
করিতে হইবে কর্ম্ম সে কাল ধরিয়া,

যাবৎ না হয় বৎস! কর্ম্মের ছেদন।
কি করিব আমি বৎস! স্থবির বলিয়া
বিধাতৃ-নিয়ম কভু আমার কারণ
নিবৃত্তি হবে না এই জগৎ হইতে।

বিদুর— কর্ম্মের বন্ধন তাত! করিতে ছেদন
কর্ম্মপাশে মুক্তিলাভ পাইবার আশে
রাজ্যসুখ রাজভোগ স্বেচ্ছায় ত্যজিয়া
দারিদ্রে সাদরে আমি করেছি বরণ;
বৈরাগ্যে সহায় করি হরিগুণ গেয়ে
দিবানিশি মহানন্দে হরিতেছি কাল;
নিদারুণ জ্বালাময় সংসার-যাতনা
এড়াতে গভীরতম দুঃখ শোক তাপ
ষড়রিপু অত্যাচারে পাইতে নিস্তার
হরিনাম মহৌষধি করেছি ধারণ;
আশীর্ব্বাদ কর তাত! যেন চিরকাল
সংসারে নির্লিপ্ত থাকি' কাটে এ জীবন।

ভীষ্ম— কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম ত্যজি নির্লিপ্ত জীবন
মানব-শরীরে বৎস! অতীব কঠিন,
তথাপি সঙ্কল্পচ্যুত হইতে তোমারে
কদাপি না দিব আজ্ঞা জানিও বিদুর!
স্বেচ্ছায় যে ব্রত তুমি করেছ গ্রহণ
একমাত্র পথ ওই কর্ম্ম ছেদিবারে।

আশীর্ব্বাদ করি বৎস ! কৃতকার্য্য হও,
শ্রীহরি করুন কৃপা তোমায় অচিরে।

(যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজপুত্রগণের তাড়াতাড়ি প্রবেশ
এবং ভীষ্ম ও বিদুরকে অভিবাদন)

ভীষ্ম— কি কারণে কহ সব ভ্রাতাগণ মিলি
বৃদ্ধের নিকটে আজি আসিলে ছুটিয়া ?
চাহ কি মিষ্টান্ন কিংবা কন্দ ফল মূল
অথবা দেখাতে মোরে নব কোন ক্রীড়া ?

যুধিষ্ঠির—চাহি না মিষ্টান্ন কিংবা কন্দ ফল মূল—
শিখি নাই ক্রীড়া কোন নবীন সুন্দর,
আসিয়াছি নিবেদিতে তব শ্রীচরণে
ঘটিয়াছে যাহা আজি খেলিবার কালে।
ভীম দুর্য্যোধন যবে বর্ত্তুল নিক্ষেপি
খেলায় নিরত ছিল অরণ্য মাঝারে,
সহসা গুটিকা এক জলশূন্য কূপে
পতিত হইল আসি অতি দ্রুতগতি ;
আমরা সকলে মিলি বহু চেষ্টা করি
অক্ষম হইনু সেই ভাঁটা উদ্ধারিতে।
অকস্মাৎ দ্বিজ এক আসিল তথায়,
মিনতি করিয়া বহু কহিনু তাঁহারে
উদ্ধার করিয়া দিতে ভাঁটা কূপ হ'তে।
ব্রাহ্মণ ধিক্কার বহু দিল আমা সবে ;

কহিলেন পরে, যদি দাও ভোজ্য মোরে
উদ্ধারিয়া দিব ভাঁটা চক্ষুর নিমিষে।
অঙ্গীকার-বদ্ধ যবে হইনু আমরা
আপন অঙ্গুরি দ্বিজ নিক্ষেপিলা কূপে,
কহিলেন—হের অগ্রে ঈষীকার বন,
ওই ঈষীকার গুচ্ছ বসাইয়া চাপে
মুহূর্ত্তে বর্ত্তুল আর অঙ্গুরী আমার
উঠাইব কূপ হতে ধনুর্ব্বিদ্যা-বলে।
এত কহি দ্বিজবর, জ্যা রোপণ করি
ঈষীকার গুচ্ছ তুলি বসায়ে কার্ম্মুকে
উঠাইল অনায়াসে অঙ্গুরী গুলিকা।
অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর করিয়া দর্শন
জিজ্ঞাসিনু পরিচয় বিশেষ করিয়া,
কিন্তু দ্বিজ পরিচয় দিল না মোদের;
কহিলেন যাও সবে পিতামহ পাশে,
রূপ গুণ যাহা মোর দেখিলে নয়নে
বিশেষ বর্ণনা করি কহ তাঁর ঠাঁই
তবে সে পাইবে সবে পরিচয় মোর,
এই সে কারণে মোরা এসেছি ছুটিয়া
তব পাশে পিতামহ উৎকণ্ঠিত হৃদে।

ভীষ্ম— কেমন আকৃতি তাঁর, দেখিতে কিরূপ,
অঙ্গ জ্যোতি কিবা ধরে সেই দ্বিজবর,

বসন ভূষণ কিবা শোভে তাঁর দেহে,
বিশদ বর্ণনা করি কহ পৌত্র মোরে।

যুধিষ্ঠির—অতি সুপুরুষ দ্বিজ মধুর দর্শন,
অঙ্গশোভা মনোলোভা মূর্ত্তিমান্ কাম
যেন নরাকারে ধরা করিছে শোভন,
আকর্ণ বিস্তৃত চারু নয়ন যুগল,
যুগ্মভুরু সুবিশাল ললাট সুন্দর,
সুদীর্ঘ নাসিকা কিবা অধর রাতুল,
কম্বু কণ্ঠ গজস্কন্ধ অঙ্গ মনোহর,
দন্তপংক্তি জিনি শুক্তি ধবল সুচারু,
রামরম্ভা জিনি উরু সুগোল সুঠাম,
সুবিশাল ভুজদ্বয় কলঙ্ক বিহীন,
কুঞ্চিত চাঁচর কেশ মানস মোহন,
অঙ্গ জ্যোতি যেন ভাতি মধ্যাহ্ন ভাস্কর,
পিন্ধনে সসিত বাস, স্কন্ধে উত্তরীয়
শারদ শশাঙ্ক সম নির্ম্মল সুন্দর,
ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয় বলি মনে লয়।

ভীষ্ম—　এই রূপ গুণ যুক্ত একটি মানব
আছে মাত্র পৃথিবীতে, দ্রোণ নাম তাঁর,
অদ্বিতীয় যোদ্ধা তিনি ধরণী মাঝারে,
ভরদ্বাজ ঋষিপুত্র সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
দ্রোণাচার্য্য সুনিশ্চিত এই দ্বিজবর,

যেহেতু অপর কেহ নাহি এ ধরায়
পারে যে তুলিতে ভাঁটা কূপ মধ্য হতে
সামান্য ঈষীকাগুচ্ছ জুড়িয়া ধনুকে।
ভীষ্ম দ্রোণ রাম ভিন্ন অন্য কেহ আর
নাহি জানে এই বিদ্যা সমগ্র জগতে।
অতি সুসংবাদ আজি দিলে যুধিষ্ঠির !
দারুন দুশ্চিন্তা বহু হ'ল উপসম।
ধীমান্ বিদুর বৎস! শোন মন দিয়া,
আকুলিত হয়ে কোন কার্য্যের কারণ
এক মনে এক ধ্যানে সুচিন্তা করিলে,
সুনিশ্চিত কার্য্যসিদ্ধি ঘটে এই ভবে ;
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তার দিতেছি তোমায়।
ক্ষণ পূর্ব্বে ছিনু আমি চিন্তায় কাতর,
কোথা পাব ধনুর্ব্বেদ-বিদ্যা-বিশারদ,
যাঁর করে সমর্পিয়া রাজপুত্রগণে
ভবিষ্য চিন্তার হাতে পাব অব্যাহতি।
এই সুচিন্তার বলে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ব্বিৎ
উপনীত নিজে আসি রাজধানি মাঝে।
বিন্দুমাত্র পরিশ্রম হ'ল না আমার
মনের কামনা মোর পুরিল অক্লেশে।
কার্য্যসিদ্ধি এইরূপে হয় সুনিশ্চয়
মানব সুচিন্তা যদি করে মনে প্রাণে।

চল পৌত্রগণ মোরা যাই দ্রোণ পাশে
সসম্মানে আমন্ত্রিয়া আনিতে তাঁহারে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বন।

দ্রোণ।

দ্রোণ— কর নাই ভাল কাজ দ্রুপদ রাজন্ !
সুপ্ত ব্যাঘ্রে জাগাইয়া পরুষবচনে,
ধনগর্ব্বে মত্ত হয়ে ক্ষত্রিয়-নন্দন
চিনিলে না দ্রোণাচার্য্যে বাল্য-সহচরে !
প্রতিজ্ঞার কথা সব অলীক স্বপন—
আমার কল্পিত উক্তি মিথ্যা প্রবঞ্চনা—
সিংহাসন লভি তব এত অহঙ্কার—
মিথ্যাবাদী দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ-সন্তান !
লোভী আমি—শঠ আমি—পরশ্রী-কাতর—
আর তুমি, সত্যবাদা ধার্ম্মিক সজ্জন !
এত গর্ব্ব এত তেজ রে মূর্খ বর্ব্বর !
মানব-শরীরে কভু শোভা নাহি পায় ;
সামান্য গোস্পদ সম রাজত্ব লভিয়া

বিপুল সম্পদশালী কহিতে নিজেরে
লজ্জা ভয় হৃদে তোর হ'ল না বাতুল!
তোর তাপে সারা পৃথ্বী কাঁপে থরহরি—
অদ্বিতীয় যোদ্ধা তুই মেদিনী মাঝারে—
সন্ত্রস্ত ক্ষত্রিয় যত সদা তোর ভয়ে!
হেন দুর্ব্বিনীত বাক্য অসার অলীক
উচ্চারিতে মুখে তোর হ'ল না সম্ভ্রম?
দর্পহারী নারায়ণ বহুদিন ধরি
সহ্য না করেন কভু কারু অহঙ্কার।
সমানে সমানে হয় বন্ধুত্ব সংসারে,
রাজা দরিদ্রের মাঝে হয় না সখ্যতা!
তাই হবে মহারাজ দ্রুপদ ভূপতি!
আমার সমান তোরে করিব অচিরে,
উল্টাইয়া দিব চাল—তুই হবি দীন—
আমি হব ধনবান্ পাঞ্চালাধিপতি।
কিন্তু যবে সখা বলি সম্বোধিচি তোরে,
তোর মত অকৃতজ্ঞ হইব না আমি,
তোরই প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষিব দ্রুপদ!
সখা ভাবি অর্দ্ধরাজ্য প্রদানিব তোরে,
জ্বলিছে অন্তর মোর ধূ ধূ দিবানিশি
প্রতিফল প্রদানিতে তোরে রে দ্রুপদ!
আর বেশী দেরী নাই, দেখ্‌রে নির্ব্বোধ!

পূরব রঞ্জিয়া ওই লোহিত আভায়
দ্রোণাচার্য্য-সুখ-সূর্য্য উদিছে অম্বরে।

(ভীষ্ম যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রবেশ, দ্রোণকে প্রণাম এবং দ্রোণ কর্ত্তৃক হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ)

দ্রোণ— এস এস বীরসিংহ কৌরব প্রধান
ভরত-বংশের চূড়া ক্ষত্রকুল-রবি
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী জগৎ-বরেণ্য
এস হে রথীন্দ্র-শ্রেষ্ঠ মানব-গৌরব !

ভীষ্ম— পৌত্রগণ মুখে যবে করিনু শ্রবণ,
রূপ গুণ খ্যাতি তব ধনুর্ব্বিদ্যা বল,
গুলিকা-উদ্ধার-বার্ত্তা ঈষীকা-সহায়ে,
তখনি বুঝিনু, মোরে উদ্ধার করিতে
দারুন দুশ্চিন্তা-স্রোতে, এসেছে নগরে
ধনুর্ব্বেদ-শ্রেষ্ঠ দ্রোণ দ্বিতীয় ভার্গব,
এসেছি ছুটিয়া তাই পৌত্রগণে লয়ে
বন্দিতে চরণ তব হে দ্বিজ-সত্তম !
জানিতে পারি কি দেব ! কোন কার্য্য তরে
উদয় হয়েছে তব কুরুরাজ্য মাঝে ?
শারীরিক মানসিক কুশল তো তব,
পুত্র কলত্রাদি সবে আছে তো কুশলে ?

দ্রোণ— কহিতেছি হে শ্রদ্ধেয় ! সুধালে যখন
আমার কুশলবার্ত্তা ক্ষত্রিয়-প্রধান !

দ্রুপদ পাঞ্চালপতি বাল্য-সখা মোর
প্রতিজ্ঞা-আবদ্ধ ছিল আমার সকাশে—
পাইবে রাজত্ব যবে অর্দ্ধরাজ্য তার
সন্তুষ্ট হৃদয়ে মোরে করিবে প্রদান,
বহুদিন সেই কথা পড়েনি মনেতে
ইচ্ছাও ছিল না কভু যাচিতে দ্রুপদে,
কিন্তু ভাগ্য-দোষে মোর দরিদ্রতা হেতু
একদিন বাধ্য হয়ে গেছিনু পাঞ্চালে,
চিনিয়াও চিনিল না প্রথমে দ্রুপদ,
কিছু পরে বাধ্য হয়ে করিল স্বীকার—
ছিনু বাল্যসখা তার বালক বয়সে ;
অতঃপর অতিরুষ্ট কর্কশ ভাষায়
বহুবিধ কটু উক্তি করিল আমায়—
রাজায় দরিদ্রে কভু বন্ধুত্ব না হয়,
মিথ্যাবাদী লোভী আমি ভৎসনা করিয়া
কুকুর শিয়াল সম দিয়াছে তাড়ায়ে।
ক্রোধে দেহ সেইক্ষণে উঠিল জ্বলিয়া
তাড়াতাড়ি সেই স্থান করিলাম ত্যাগ।
আসিবার কালে এই করিনু প্রতিজ্ঞা
দ্রুপদে আমার দশা করাব ধারণ,
রাজত্ব কাড়িয়া লব, রাজা হব নিজে ;
গুণবান্ শিষ্য-সাথে এই সে মানসে

কুরু-অধিকার মাঝে লয়েছি আশ্রয়;
তব সম্বর্দ্ধনা তরে হস্তিনানগরে
সম্প্রতি এসেছি আমি ক্ষত্রচূড়ামণি !
কিবা প্রিয় কার্য্য তব করিব সাধন
কহ তাহা অপকটে সাধিব অচিরে।

ভীষ্ম— স্বশিষ্যে স্বেচ্ছায় যবে এসেছ এ পুরে,
আতিথ্য আচার্য্য ! মোর কর হে গ্রহণ,
দয়া করি দরবারে রাজসভা মাঝে
এস মোর সাথে দ্বিজ ! বিলম্ব না করি,
সমর্পিব তব করে রাজপুত্রগণে
ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষা তরে আচার্য্য-প্রধান !
কুরুগণ রাজ্যধন সম্পত্তি সম্পদ
সকলি রহিবে তব অধীন সর্ব্বদা,
পূজিত হইবে তুমি সতত হেথায়,
চাহিবে যখন যাহা পাইবে তখনি,
অতএব হে আচার্য্য ! প্রসন্ন-হৃদয়ে
পৌত্রগণ শিক্ষাভার করহ গ্রহণ,
সম্যক্‌রূপেতে শিক্ষা প্রদানি সকলে
চিন্তার সমুদ্র হ'তে ক'র বৃদ্ধে পার।

দ্রোণ— আদেশ অমান্য তব হবে না মহান্ !
আনন্দে এ ভার স্কন্ধে করিব গ্রহণ,
উত্তম সুশিক্ষা দিব প্রতি জনে জনে,

মহারথী-খ্যাতি সবে লভিবে অচিরে।
আতিথ্য গ্রহণ তব করিনু বীরেন্দ্র!
লয়ে চল দরবারে রাজসভা মাঝে
অথবা যেথায় ইচ্ছা বালব্রহ্মচারী!
স্বচ্ছন্দে সেথায় আমি যাইতে প্রস্তুত।

ভীষ্ম— এস তবে হে আচার্য্য! বৃদ্ধের সহিত।

সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

নারদ।

নারদ— দ্রুপদ-প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছি ছলে,
দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে ক্রোধান্ধ হইয়া
দ্রোণাচার্য্য করিয়াছে প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
অচিরে ফলিবে সেই প্রতিজ্ঞার ফল,
দেবেন্দ্রের এক ইচ্ছা করেছি পূরণ।
দ্বিতীয় বাসনা তাঁর পুরাব অচিরে;
উদয় হয়েছে এবে সেই সুসময়
স্থাপিতে বন্ধুত্ব কর্ণ দুর্য্যোধন মাঝে;
সভামাজে যাই তবে, দেখি কি উপায়ে
সাধিতে পারি এ কার্য্য দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত।

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর— প্রণাম দেবর্ষে ! পথ মাঝে দাঁড়াইয়া
কি ভাবিছ ঋষি ! দুশ্চিন্তা সাগরে যেন
দিতেছ সাঁতার, একি ভাব তব মুনি !
শ্রীহরি-প্রধান-ভক্ত দেবর্ষি নারদ
তুমিও বিদগ্ধ হও দুশ্চিন্তা অনলে,
ব্রহ্মার মানসপুত্র পূর্ণ জ্ঞানবান্
তোমারও অব্যাহতি নাই চিন্তা পাশে ?

নারদ— হরি-ভক্ত হে বিদুর ! করি আশীর্ব্বাদ
আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত হও তুমি ভবে।
প্রশ্নের উত্তর তব দিতেছি ধীমান্ !
আমার সম্বন্ধে যেবা করেছ ধারণা
বিন্দু মাত্র নহে তাহা অসত্য অলীক,
শরীর-ধারণ করি থাকিলে জগতে,
যত শ্রেষ্ঠ ভক্ত হই, হই মহাজ্ঞানী,
তথাপি চিন্তার হাতে নাহি অব্যাহতি ;
কর্ম্মক্ষেত্র এ সংসার, কর্ম্ম-সিদ্ধি হেতু
কর্ম্মকর্ত্তা সৃজেছেন দেবতা মানব,
কর্ম্মী মোরা কর্ম্ম তাঁর বাধ্য সম্পাদনে,
চিন্তানলে পুড়ে তাহে হই ছারখার
অথবা দুশ্চিন্তা-স্রোতে ভাসি অহর্নিশি ;
যাবৎ এ কর্ম্ম-গ্রন্থি না হয় শিথিল

চিন্তা-রাক্ষসীর হাতে নাহি পরিত্রাণ।
কর্ম্ম ভিন্ন কিছু নাই কর্ম্মের জগতে
কর্ম্মে মগ্ন রহি কর্ম্মে মাতাও পরাণ।

বিদুর— তবে কি বিশ্বাস ভক্তি হরি-গুণগান
বৈরাগ্যে আশ্রয় করা স্বার্থ-বিসর্জ্জন
কাম ক্রোধ লোভ আদি ষড়রিপুজয়
সকলি বিফল ভবে সার্থকতাহীন ?

নারদ— মহাবিজ্ঞ জ্ঞানবান্ ধার্ম্মিক বিদুর !
কর্ম্মের বাহিরে কেন ফেলিছ এ সবে ?
কর্ম্ম বিনা কভু কি হে জন্মে ভক্তি প্রেম ?
বৈরাগ্যে আশ্রয়লাভ, সুদৃঢ় বিশ্বাস,
ষড়রিপুজয় কভু করেছে কি কেহ
কর্ম্মের সহায় বিনা এ বিশ্ব সংসারে ?
জগতে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলবান্,
কর্ম্মই জগৎ স্বষ্টি—কর্ম্ম হরি নিজে।

বিদুর— কহ এবে ঋষিশ্রেষ্ঠ ! কোন কর্ম্ম তরে
পদার্পণে সুপবিত্র করিলে হস্তিনা ?

নারদ— শ্রীহরির লীলাখেলা দর্শন-মানসে
ঘুরিতেছি সারা বিশ্ব নাহি স্থির গতি।
ভাবিতেছি পথে এই, এসেছি হস্তিনা,
বহু দিন দেখি নাই কুরুরাজগণে,
ভীষ্ম মহামতি আর অন্ধ মহারাজে

আশীর্ব্বাদ নাহি করি যাব কি চলিয়া,
এমন সময়ে দেখা তোমার সহিত,
বিশেষ কর্ম্মেতে কোন আসি নাই হেথা।

বিদুর— কর্ম্মের জ্বলন্ত ছবি কর্ম্ম যাঁর প্রাণ,
বিনা কর্ম্মে আগমন সম্ভবে কি তাঁর ?
বিশেষ যদিও কর্ম্ম নাহি এই পুরে
অবিশেষ যাহা আছে কহ মুনিবর !

নারদ— এইতো কহিনু পূর্ব্বে, ভীষ্মে অন্ধরাজে
আশীষি চলিয়া যাব বসুধা-ভ্রমণে,
অবিশ্বাস কর' কেন আমার কথায়,
তোমাদের সম মোরে হের কি চতুর ?
যেখানেই যাই আমি সন্দেহ সেখানে
চোর বা লম্পট ভাবে বুঝিতে না পারি।

বিদুর— অবিশ্বাস নাহি করি তোমারে ঠাকুর !
চতুর মোদের সম নহ বটে ঋষি !
কিন্তু তুমি অতি ধূর্ত্ত শঠ চূড়ামণি
কোন্দলের মহাগুরু মূর্ত্তিমান্ ছল,
কচকচি মূল ঢেঁকি বাহন তোমার,
যেখানে উদয় তব কোন্দল সেখানে,
নাম মাত্র উচ্চারিলে বাধে গণ্ডগোল,
কাজেই সন্দেহ তোমা করে জগজ্জনে !
অনুরোধ মোর এবে শোন ঋষিবর !

দয়া করি রাজপুরে ক'র না গমন,
স্বচ্ছন্দে যাপিছে কাল কৌরব সকলে
অকালে আগুন সেথা জ্বালিও না ঋষি!

নারদ— যত ইচ্ছা গালাগালি দাও সবে মোরে
শ্রীহরির কার্য্যে মোর নাহি অপমান;
কিন্তু এক কথা এই, নিজের কারণে
কোথাও কি গণ্ডগোল বাধায় নারদ?
যেখানে হরির কাজ যাই সেথা আমি,
বাধে যদি গোল তাহে কি দোষ আমার?
নাম ডাক আছে মোর তাই আমি দোষী,
ডুবে জল খাও সবে কাজেই নির্দ্দোষ।
কি আর বলিব আমি তপস্বী বিদুর!
সংসার-বিরাগী তুমি ত্যাগী মহাজন,
রাজভোগ রাজ্যসুখ বিসর্জ্জি স্বেচ্ছায়
পরিচয় প্রদানিছ পরম ধার্ম্মিক।
লিপ্সা যার নাহি কিছু জগৎ মাঝারে
কুরুকুলদগ্ধ হ'লে কিবা ক্ষতি তার?
আমিই কোন্দল প্রিয় কৌশলী চতুর
আর তুমি মহাযোগী, বিড়াল তপস্বী;
পরিচয় যেবা তব না জানে বিদুর!
তার কাছে ঐ সব উক্তি শোভা পায়।
তুমি না হে অগ্রদূত যে কর্ম্ম সাধনে

নিযুক্ত করেছে মোরে দেবেন্দ্র বাসব ?
সাক্ষাৎ হইয়া ধর্ম্ম, সংসারে জন্মিয়া
যে কর্ম্মে এসেছ হেথা সব গেছ ভুলি ;
সংসার মায়ায় এত হয়েছ আবদ্ধ,
কুবাক্যে গঞ্জনা দিতে দেবর্ষি নারদে
মনেতে হ'ল না বিন্দু ক্ষোভ বা সঙ্কোচ,
শ্রীহরির কার্য্যে যিনি সহায় তোমার ?
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত স্মরি সাধ হরি-কাজ,
আমারে লইয়া চল রাজসভা মাঝে।

বিদুর— ক্ষম মোরে ঋষিশ্রেষ্ঠ ! ছিল না স্মরণ
তাই মন্দ বাক্যে তোমা দিয়াছি গঞ্জনা,
ভুলে যাও হে দেবর্ষে ! কহিয়াছি যাহা,
হরি-ভক্ত-অঙ্গে বাক্য নাহি স্পর্শে কিছু।
চল ঋষি ! লয়ে যাই রাজ-দরবারে
যেবা তব কার্য্য হয় সাধিও তথায়।

নারদ— ধর্ম্মের কটুক্তি অঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি গণি,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা গণি অগুরু চন্দন,
ইথে ক্ষোভ দুঃখ কিছু হয় না উদয়
ক্ষমা কি করিব তবে কহ ধর্ম্মরাজ !
এই মাত্র নিবেদন বিস্মরণ কভু
হোয়' না শ্রীহরি-কাজে মানব সাজিয়া।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ গৃহ।

ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, ভীষ্ম ও দ্রোণ।

ভীষ্ম— বড় সুখী করিয়াছ এ বৃদ্ধে আচার্য্য !
পৌত্রগণে যথাযথ সুশিক্ষা প্রদানি,
দারুণ দুশ্চিন্তা-স্রোতে করিয়াছ পার ;
সুশিক্ষিত সবে এবে জন্মেছে ধারণা,
ভরত-বংশের মান সুখ্যাতি গৌরব
আমার অবর্ত্তমানে পারিবে রাখিতে :
চির ঋণে বদ্ধ বৃদ্ধে করিলে আচার্য্য !
কৃতজ্ঞ রহিনু আমি যাবৎ জীবন।
দয়া করি এবে তুমি ধৃতরাষ্ট্র-রাজে
পুঙ্খ অনুপুঙ্খরূপে দেহ পরিচয়,
কোন্ কোন্ রাজপুত্র শিক্ষিত কেমন
পারদর্শী সবিশেষ কে কোন্ বিদ্যায়।

দ্রোণ— কেন হে মিনতি এত বৃদ্ধ মহামতি !
কৃতজ্ঞ বা রবে কেন আমার সকাশে ?
দয়া পরবশ হয়ে নিজেই মহান্ !
দীন হীন দ্রোণাচার্য্যে দিয়াছ আশ্রয় ;
রাজপুত্রগণে সঁপি দেছ মম করে,
বিশেষ যত্নেতে মোরে করিছ পালন,

এরূপ মিনতি মোরে শোভে না তোমার,
আমিই কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ! রব চিরকাল।
আদেশে তোমার এবে কহিতেছি ভূপে,—
যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রোধিতে সক্ষম
মহা মহারথী বৃন্দে ভীষণ আহবে ;
গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন বীর বৃকোদর
অদ্বিতীয় যোদ্ধা দোঁহে অবনীমণ্ডলে :
দুঃশাসন অনুবিন্দ দুঃসহ নকুল
সহদেব বিবিংশতি বিন্দ শল সম
দুর্ম্মুখ দুষ্কর্ণ আদি রাজপুত্রগণ
মহারথী মধ্যে এবে গণনীয় সবে ;
তৃতীয় পাণ্ডব পার্থ কুন্তীর কুমার
তাহার শিক্ষার কথা বর্ণিতে অক্ষম,
সব্যসাচী লঘু হস্ত অব্যর্থ সন্ধান
কৃপাণ কার্ম্মুক গদা অস্ত্রশস্ত্র যত
সমান সন্ধানে পটু অর্জ্জুন সুমতি,
আমি গুরু তার কাছে নাহি ধরি টান,
ভার্গব পরশুরাম পৃথ্বীশ্রেষ্ঠ বীর
সমকক্ষ নহে আর পার্থের সমরে,
অদ্বিতীয় যোদ্ধা ভীষ্ম সুখ্যাতি সুযশ
মলিন নিষ্প্রভ হায় পৌত্র-শৌর্য্য-বলে।

ভাঙ্গ: এরূপ বিদ্রূপ দ্বিজ! কর শত বার,

মলিন সুযশ-খ্যাতি হউক ভীষ্মের,
অতিক্ষুদ্র পৌত্র পাশে ঘোষুক জগৎ
সুখী বই দুঃখী তাহে করিবে না মোরে,
আনন্দ উৎফুল্ল হৃদে উঠিব নাচিয়া
মহাশক্তি-উৎস প্রাণে খেলিবে নিরত
স্থবির হইব যুবা পুলকে মাতিয়া ;
এ নহে রহস্য ইহা পুষ্প-বরিষণ
স্বর্গের অমৃত নহে এত সুমধুর
ভরত-বংশের যশ উঠিবে ফুটিয়া
উজ্জ্বল উজ্জ্বলতর হবে ভবিষ্যতে
পৌত্রের সুকীর্ত্তি যশ গাহিবে জগত,
ইহাপেক্ষা ভীষ্ম-সুখ ধরে কি বসুধা ?
রহস্যের উপহার লও হে আচার্য্য !
গজমতি-হার এই অমূল্য ধরায়।

ধৃতরাষ্ট্র—সন্তোষ দানিলে যেবা, পুরস্কার তার
সমগ্র পৃথিবী-দানে হয় না তুলনা ;
আমার বংশের চূড়া জন্মেছে অর্জ্জুন !
প্রভাত-তপন যথা সুদূর গগনে
নিতি নিতি ছাড়ি রশ্মি উজলে ভুবন
তেমতি ভরতবংশ গৌরব গরিমা
বর্দ্ধিত করিবে পার্থ বিজলীপ্রভায়,
সুযশ গৌরব তার যুগ যুগান্তরে

প্রবাহিত হবে নিত্য ত্রিজগৎ ব্যাপি।
সুসংবাদ যেবা আজি দানিলে আচার্য্য !
তার পুরস্কার কিছু নাহি এ ধরায় ;
তথাপি কিঞ্চিৎ এই রাজ-উপহার
সাদরে গ্রহণ করি কর ধন্য মোরে।

(বহু মূল্য পরিচ্ছদ প্রদান এবং দ্রোণ কর্ত্তৃক সহাস্যে গ্রহণ। এমন সময়ে নারদ ও বিদুরের প্রবেশ এবং সকলের উত্থান ও নারদকে প্রণাম)

ভীষ্ম— এস এস ঋষিরাজ দেবর্ষি নারদ !
বড়ই সৌভাগ্য আজি ভরত-বংশের,
হরিভক্ত-চূড়ামণি বিনা আমন্ত্রণে
উপস্থিত সভামাঝে অমরা ত্যাজিয়া ,
কুশল তো দ্বিজোত্তম ! পথশ্রম কিছু
হয় নাই আসিতে তো এত দূরান্তরে ?

নারদ— দূর বা অদূর নাই নারদের ঠাঁই,
পথশ্রম অকুশল আমার কি কভু
শুনেছ হে বৃদ্ধ বীর মানব-চন্দ্রমা !
অজ্ঞাত তোমার কিবা আমার সম্বন্ধে ?
শ্রীকৃষ্ণের মায়াখেলা হেরিতে সংসারে
ভ্রমিতেছি ধরাধামে হরিগুণ গাহি,
পথমাঝে অকস্মাৎ মনেতে উদয়

হেরি নাই কুরুগণে বহু কালাবধি,
আশীষ করিয়া যাব এই আকাঙ্ক্ষায়
এসেছি হেথায় ভীষ্ম! বিদুর সহিত।
(দ্রোণকে দেখিয়া)
একি হেরি দ্রোণাচার্য্য! করে হে তোমার
বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইতে
বাসনা হয়েছে বুঝি কহ দ্বিজবর?
দ্রোণ— ধর্ন্মুর্ব্বেদে পুত্রগণ অদ্বিতীয় বীর
হইয়াছে শুনি আজি অন্ধ নরপতি
পরম আহ্লাদভরে সমাদর করি
দেছেন আমারে এই বসন ভূষণ,
যাচিয়া গ্রহণ নাহি করেছি দেবর্ষে!
সাজিতে বাসনা নাই রাজ-পরিচ্ছদে।
নারদ— বড়ই সন্তুষ্ট দ্রোণ! হইনু শুনিয়া
ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয় রাজপুত্রগণ;
এবে কিন্তু মম মতে পরীক্ষা উচিত
রঙ্গভূমি রচি ত্বরা দশের সমক্ষে,
জানিবে তাহায় লোকে শুনিবে জগৎ
কুরুরাজপুত্রগণ সবে মহারথী,
শত্রুগণ শুনি ইহা শির না তুলিবে
বন্ধুরাজগণ দৃঢ় স্থাপিবে সখ্যতা।
দ্রোণ— যুক্তি পরিপূর্ণ এই পরামর্শ তব,

অচিরে দশের মাঝে করিব পরীক্ষা ।
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! দাও অনুমতি
রঙ্গভূমি নির্ম্মাইতে অতি ত্বরা করি ।

ধৃতরাষ্ট্র—সঞ্জয় ! সত্বর তুমি করাও নির্ম্মাণ
সুবিশাল রঙ্গভূমি মনোরম করি,
আচার্য্যের মনোমত কর আয়োজন
বিন্দুমাত্র ত্রুটী যেন হয় না ইহার ।
প্রের দূত সর্ব্বস্থানে কহি জনে জনে
কুমারগণের হবে পরীক্ষা অচিরে,
হস্তিনা নগরে যেন আসে সর্ব্বজন
যুবা বা রমণী বৃদ্ধ বিলম্ব না করি,
দামামা ঘোষণা করি নগরে নগরে
সর্ব্ব সাধারণে দাও পরীক্ষা-বারতা ।

সঞ্জয়— যথা আজ্ঞা মহারাজ (প্রস্থান)

ভীষ্ম— দেবর্ষে ! আতিথ্য-গ্রহণ কর রাজপুরে আজি ।

নারদ— সানন্দে অতিথি আজি হইব তোমার ।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রঙ্গভূমি।

(কৌরব, পাণ্ডব, ভীষ্ম ও অন্যান্য দর্শকবর্গ)

দ্রোণ— যুধিষ্ঠির! রঙ্গভূমে তুমিই প্রথমে
অবতীর্ণ হ'য়ে কর পরীক্ষা প্রদান।

যুধিষ্ঠির—যথা আজ্ঞা গুরুদেব।

(অসি ও কার্ম্মুক স্কন্ধে যুধিষ্ঠিরের ভ্রমণ এবং কৌরব কুমারগণ কর্ত্তৃক বেষ্টন করিয়া আক্রমণ এবং যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সকলকে পরাস্ত করণ)

দর্শকবৃন্দ—ধন্য ধন্য যুধিষ্ঠির! মহারথ তুমি।

দ্রোণ— ভীমসেন দুর্য্যোধন! তোমরা এক্ষণে
গদাযুদ্ধে পরিতোষ কর সর্ব্বজনে।

ভীম ও দুর্য্যোধন—যথা আজ্ঞা গুরুদেব।

(ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাহস্তে রঙ্গভূমি পরিক্রম এবং যুদ্ধ)

দর্শক— ধন্য ভীম দুর্য্যোধন কেহ নহে ন্যূন,
ধন্য গুরু দ্রোণাচার্য্য ধন্য শিক্ষাদাতা।

দুর্য্যোধন—(সরোষে) অসম্ভব, নহে ভীম ন্যূন আমা হ'তে!
বাতুল দর্শক তুমি তাই এ ধারণা।

এস ভীম! পুনরায়, দিব পরিচয়
তোমা হতে কত শ্রেষ্ঠ গদাযুদ্ধে আমি।

ভীম— আস্ফালনে প্রয়োজন কিবা দুর্য্যোধন!
অপ্রস্তুত ভীমসেন নহে ক্ষণ তরে,
গদায় গদায় হবে পরিচয় দান
বুঝিবে তখনি লোক কে যোদ্ধা কেমন।

(উভয়ের ভীষণ গদাযুদ্ধ)

দ্রোণ— অশ্বত্থামা! নিবার উভয়ে ত্বরা করি
বিলম্বে অনর্থ হবে, আনন্দের স্থলে
নিরানন্দে পরিণত হবে রঙ্গভূমি।

(অশ্বত্থামার বেগে গমন এবং ভীম দুর্য্যোধনের হস্ত হইতে অনায়াসে দুই গদা দুই হস্তে গ্রহণ)

দর্শক— সাধু সাধু অশ্বত্থামা! ধন্য বীর তুমি।

দ্রোণ— অবতীর্ণ হও এবে তৃতীয় পাণ্ডব!
অত্যদ্ভুত শিক্ষা তব দেখায়ে সকলে
গুরুমান বৃদ্ধি কর জগৎ জুড়িয়া।

অর্জ্জুন— যথাসাধ্য আজ্ঞা গুরু! করিব পালন
চরণ-প্রসাদে তব, হবে না অন্যথা।

(অর্জ্জুনের রঙ্গভূমিতে অবতরণ এবং মূহূর্ত্ত মধ্যে সমবেত কুমারগণকে পরাস্ত করণ)

দর্শক বৃন্দ—ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় বীরচূড়ামণি—
ভরতবংশের তুমি মূর্ত্তিমান্ রবি।

দ্রোণ— পরিচয় দেহ এবে কার্ম্মুক-ক্ষেপণে
উর্দ্ধে ওই মৎস্য-চক্ষু বিদ্ধ করি শরে।

অর্জ্জুন—যথা আজ্ঞা গুরুদেব !

(অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মৎস্য-চক্ষু বিদ্ধ করণ)

দর্শক বৃন্দ—অদ্ভুত কার্ম্মুক-শিক্ষা অদ্ভুত কৌশল
তব সম রথী আর নাহি ধরা মাঝে।

(রঙ্গস্থলে সহসা কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ— কে বলে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠরথী ধরা মাঝে,
অলীক অসত্য ইহা অসম্ভব কথা,
অর্জ্জুন অপেক্ষা আমি শত গুণে বলী,
যে যে অস্ত্র পরিচয় দিয়াছে সভায়—
তদপেক্ষা শতগুণ অস্ত্রের পরীক্ষা
দেখাতে সক্ষম আমি এই রঙ্গস্থলে।

দ্রোণ— এত উচ্চ শিক্ষা যদি তব আগন্তুক !
অচিরে দেখাও তাহা করিনু আদেশ।

(কর্ণ কর্ত্তৃক অসি দ্বারা সমবেত কুমারগণকে পরাস্ত
করণ এবং উর্দ্ধে মৎস্য-চক্ষু বিদ্ধ করণ)

জনৈক দর্শক—ধন্য তুমি আগন্তুক ! ধন্য শিক্ষা তব
তৃতীয় পাণ্ডব হ'তে নহ তুমি ন্যূন।

অন্য দর্শক—নহে সত্য এই উক্তি, পার্থ-শিক্ষা পাশে
এ ব্যক্তির শিক্ষা গণি অতি লঘু ক্ষীণ।

যে হেতু মৎস্যের চক্ষু বিন্ধিবার স্থলে
বিন্ধিয়াছে দেহ তার পৌরুষ প্রকাশি।

কর্ণ— বৃথা বাক্য আড়ম্বরে প্রয়োজন কিবা,
কহ তব পার্থবীরে নামিতে সমরে,
মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ তার হইবে পৌরুষ
মম শরে রঙ্গস্থলে যাবে গড়াগড়ি।

দুর্য্যোধন—কোথায় লুকায়ে ছিলে এতকাল ধরি
কোন গুপ্ত গাঢ়তম ভষ্ম আবরণে
আবরি রাখিল তোমা প্রদীপ্ত-তপন!
তুমি হে বীরেন্দ্র শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রধান
জগত সমক্ষে তুমি অদ্বিতীয় রথী,
এস এস মম পাশে তোমা আলিঙ্গিয়া
জুড়াই তাপিত প্রাণ সুস্নিগ্ধ সলিলে। (আলিঙ্গন)
আজি হতে তুমি মোর সুহৃৎ সচিব,
আমার রাজত্ব ধন সকলি তোমার,
তুমি আমি এক প্রাণ অভিন্ন হৃদয়।

কর্ণ— সাদরে এ দান সখে! করিনু গ্রহণ
আজি হতে প্রাণ মম অধীন তোমার—
তব কার্য্যে মন প্রাণ সঁপিনু সকল
আজীবন ছায়া সম রব তব পাশে।
একমাত্র ইচ্ছা বন্ধু জাগে মনে সদা
করিতে সমর ঘোর অর্জ্জুন সহিত।

অর্জ্জুন— এত স্পর্দ্ধা রে দুর্বৃত্ত পাপাত্মা পামর !
সমর করিতে সাধ অর্জ্জুন সহিত,
কে তোরে ডেকেছে হেথা গর্ব্বিত দুর্জ্জন
অনাহূত দ্বন্দপ্রিয় ঘৃণিত কুক্কুর,
উপযুক্ত প্রতিফল দানি মূর্খ তোরে
চূর্ণিব অচিরে তোর দম্ভ অহঙ্কার।

কর্ণ— আস্ফালনে ধনঞ্জয় ! ফলিবে না ফল,
কুবাক্য বলিয়া মোরে হবে কিবা লাভ,
অস্ত্রে শস্ত্রে সাজি এস সমরে উল্লাসে
তবে সে বুঝিব শক্তি সামর্থ তোমার,
দ্রোণ গুরু সম্মুখেতে কাটি তোর শির
কর্ণে কটু উক্তি শোধ লব চির তরে।

দ্রোণ— দাম্ভিকের বৃথা দম্ভ সহিতে না পারি
বধ দুষ্টে অবিলম্বে বীর ধনঞ্জয় !

ধনঞ্জয়— আয় তবে দুরাশয় ! বোঝ পার্থ-বল
মুণ্ডচ্যুত হয় কার দেখরে এবার,
গুরু-আজ্ঞা পাই নাই তাই এতক্ষণ
লুটে নাই শির তোর শরীর ত্যজিয়া।

(অর্জ্জুনের সগর্বে রঙ্গভূমিতে কর্ণের সম্মুখীন হওন; ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য অন্যান্য পাণ্ডবগণ ও কতিপয় দর্শকের অর্জ্জুনের পক্ষ গ্রহণ এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণের ও কতিপয় দর্শকের কর্ণ পক্ষ অবলম্বন)

কৃপাচার্য্য—তৃতীয় পাণ্ডব পার্থ কুন্তীর কুমার
কুরু মহাবংশে জন্ম বিদিত ভুবন,
কহ কোন বংশে জন্ম কার পুত্র তুমি ?
জানিলে এ কথা রণ করিবে অর্জ্জুন ;
সমানে সমানে যুদ্ধ এই রণ-নীতি
রাজপুত্রে রাজপুত্রে করিবে সমর,
নীচ সনে উচ্চ কভু নাহি করে রণ,
দেহ নিজ পরিচয় বিলম্ব না করি।

কর্ণ— (মাথা হেঁট করিয়া নির্ব্বাক অবস্থিতি)

দুর্য্যোধন—রাজা হ'লে কর্ণ যদি করে পার্থ রণ
এখনি কর্ণেরে রাজা করিতেছি আমি।
দুঃশাসন ! অবিলম্বে ডাক পুরোহিতে,
অভিষেক দ্রব্য যত আন ত্বরা করি।
(দুঃশাসনের প্রস্থান)

ভীষ্ম— ভাল কার্য্য দুর্য্যোধন ! করিছ না তুমি—
সাধিয়া লইছ স্কন্ধে পরের বিবাদ
সূত্রপাত করিতেছ আত্মকলহের,
অকালে জ্বালাসনেরে দাবাগ্নি প্রবল।

দুর্য্যোধন—চুপ করি থাক তুমি, চাহি না শুনিতে
অযাচিত পরামর্শ হে বৃদ্ধ স্থবির !
যে চাহে তোমার যুক্তি দাও গিয়া তারে,
দুর্য্যোধন নাহি রাখে দাবাগ্নির ভয়,

যে ভয় হৃদয়ে সদা ছিল জাগরূক
অন্তর্হিত এবে তাহা কর্ণে বন্ধু লভি ;
আর না অর্জ্জুন মোরে পারিবে আঁটিতে,
আত্ম-কলহেতে তবে কি ক্ষতি আমার।

(পুরোহিত ও অভিষেক দ্রব্যাদি লইয়া দুঃশাসনের প্রবেশ এবং দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কর্ণকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজটীকা প্রদান)

অঙ্গরাজ্যে মহারাজা করিনু তোমায়
আজি হতে অঙ্গরাজ কর্ণ মহাবীর।

কর্ণ— দৃঢ় কৃতজ্ঞতা পাশে কর্ণে প্রিয় সখা !
আবদ্ধ করিলে তুমি চিরকাল তরে ;
কি কার্য্য সাধিব তব কহ বন্ধুবর!
জীবন উৎসর্গি তাহা করিব সাধন।

দুর্য্যোধন—অন্য কিছু নাহি চাই বীরেন্দ্র-কেশরী !
চির বন্ধু রহ মোর এই নিবেদন।

কর্ণ— করিনু প্রতিজ্ঞা সখে! যাবৎ জীবন
রব অনুগত সখা সম্পদে বিপদে।

(বৃদ্ধ অধিরথের রঙ্গস্থলে প্রবেশ এবং কর্ণের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্রণাম)

ভীম— চিনিলাম কর্ণ ! তোরে এতক্ষণ পরে
অধিরথ-সুত তুই রাধার নন্দন,
তা না হলে কভু কিরে এ হেন নীচতা

অন্য কেহ প্রকাশিত রঙ্গভূমি মাঝে ?
নীচ জাতি নীচ তুই তাই এ দুর্ব্বাক্য
কহিতে সক্ষম হলি সভা বিদ্যমানে ;
জাতি ধর্ম্ম তোর যাহা কররে পালন
ধনু ছাড়ি রশি বল্‌গা ধর গিয়া হাতে।

দুর্য্যোধন—কর্ণ কভু নীচ নয় শোন বৃকোদর !
নীচ অঙ্গ নাহি ধরে রাজার লক্ষণ,
কুণ্ডল কবচ শোভে যাহার শরীরে
অধিরথ-পুত্র সেই হয় না সম্ভব,
যার অঙ্গ জ্যোতি দীপ্ত দেব দিবাকর
সে নহে কদাপি ভীম নীচগর্ভজাত !

ধৃতরাষ্ট্র—আত্ম-কলহেতে আর নাহি প্রয়োজন
আপন আপন স্থানে যাও সবে চলি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিদুরের গৃহ।

নারদ ও বিদুর।

নারদ- উদ্দেশ্য আমার যাহা সফল বিদুর !
রোপণ করেছি বীজ সতেজ সবল
অচিরে অঙ্কুর ছাড়ি প্রতি দিনে দিনে

সুবিশাল তরুবরে হবে পরিণত,
সুফল দানিবে ইহা কুরুক্ষেত্র রণ,
ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন অধর্ম্ম বিনাশি।

বিদুর— বুঝেছি উদ্দেশ্য তব দেবর্ষি নারদ!
তথাপি কর্ত্তব্য কিবা পারি না বুঝিতে,
সময় সময় মনে হইছে উদয়
নর আমি, জ্ঞাতি ধ্বংশ দেখিব কেমনে?
অবিরত ঘুরিতেছি সন্দেহ দোলায়,
কঠোর সমস্যা ঋষি! বড়ই কঠিন,
দিবা রাতি ভাবি তবু কুল নাহি পাই,
কেমনে উলঙ্ঘি এই চিন্তার সাগর?

নারদ— চিন্তার কি কুল আছে ভাবুক প্রবর!
উল্লঙ্ঘিবে তাহে তুমি ভাবি অহর্নিশি?
যে কার্য্যে এসেছ ধরা সাধ সেই কাজ
ভবিষ্যের ফলাফলে কি কাজ তোমার;
অনন্তের স্রোতে দাও পরাণ ভাসায়ে
অনন্তের সুধাধারা পিও নিরবধি।

বিদুর— অনন্ত স্রোতেতে ভাসে অনন্ত পরাণ
অনন্ত আকাশে খেলে অনন্ত তারকা
অনন্ত জীবাত্মাচয় অনন্ত আসনে
অনন্ত চিন্তায় মগ্ন অনন্ত ধরিয়া,
অনন্ত শ্বাপদকুল অনন্ত বিহগ

অনন্ত জগতে ভ্রমে অনন্ত ব্যাপিয়া,
অনন্ত পতঙ্গ কীট অনন্ত বিটপি.
অনন্ত সময় ব্যাপি অনন্ত বসুধা,
অনন্ত বুদ্বুদ জন্মি অনন্ত সাগরে
অনন্তে মিলিয়া যায় অনন্ত তরঙ্গে,
অনন্ত পুরুষ নারী অনন্ত জগতে
অনন্তে তেমতি জন্মি অনন্তে মিশায়,
অনন্ত চক্রেতে ভ্রমে অনন্ত সংসার,
অনন্ত ইচ্ছায় জন্মে অনন্ত বাসনা,
অনন্তে আমারো লয় হইবে অচিরে
লীলাখেলা যত মোর অনন্তে মিশাবে,
তবে কেন বৃথা ভাবি অনন্ত ভাবনা,
চক্রীর চক্রের কাছে আমি কোন্ ছার ?
জ্ঞাতি বন্ধু কে আমার, আমিই বা কার,
আমিত্ব বলিয়া কিছু আছে কি ধরায় ?
তবে আর বৃথা কেন চিন্তা অহঙ্কার,
ভাসাব জীবন মোর কর্ম্মের সাগরে।

নারদ— বড় সুখী হইলাম শুনিয়া বিদুর !
এতক্ষণে জ্ঞান তব হয়েছে উদয়,
ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপিতে কর্ম্মক্ষেত্রে আসি
ভুলেছিলে কর্ম্ম তব আশ্চর্য্য কাহিনী !
ধর্ম্মের বিভ্রম মনে বড়ই অদ্ভুত !

ধন্য মায়া ধন্য তব মায়ার মহিমা!
এস তবে ধর্ম্মরাজ! চিন্তা মায়া ত্যজি
কর্ম্মক্ষেত্রে ঢেলে দাও পরাণ তোমার,
চল যাই প্রেমানন্দে সাজাই সুন্দর
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সুমধুর সাজে।
কুরুক্ষেত্র-মহারণ না ঘটে যদ্যপি
ভগবদ্‌গীতা-জন্ম হইবে না ভবে
পৃথিবীতে মহাধর্ম্ম হবে না প্রচার—
এ অমৃত-আস্বাদন পাবে না মানব।

বিদুর— আর নাহি চিন্তা ভ্রম দেবর্ষি নারদ!
আনন্দে করম-ক্ষেত্রে করিব প্রবেশ।
চল ঋষি! অগ্রদূত তুমি এ কর্ম্মের
পশ্চাতে পশ্চাতে তব করিব গমন।

নারদ- এস তবে হে বিদুর! করিতে দর্শন
সূত্রপাত সে কর্ম্মের পাঞ্চাল নগরে।
যাচিয়াছে দ্রোণাচার্য্য দক্ষিণা তাঁহার
পাণ্ডব কৌরব পাশে—প্রতিজ্ঞা রক্ষণে—
দ্রুপদে বান্ধিয়া আনি দিতে উপহার।
মহোল্লাসে সে কারণে পাঞ্চালাভিমুখে
যাত্রা করিয়াছে যত রাজপুত্রগণ
গুরুঋণ শোধিবারে দ্রুপদে বান্ধিয়া।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

পাঞ্চালের একাংশ।

(দ্রোণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দুর্য্যোধন,
দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশীল, বিকর্ণ, কর্ণ প্রভৃতি)

দুঃশাসন—দাও অনুমতি গুরু ! আমরা প্রথমে
যুঝিব দ্রুপদ সহ, বান্ধিব তাহায়,
উপহার দিব আনি তব শ্রীচরণে,
পাণ্ডব রহুক হেথা দেখুক দাঁড়ায়ে।

অর্জ্জুন— তাই হ'ক গুরুদেব ! প্রদান' সম্মতি
কৌরব আপন শৌর্য্যে আনুক বান্ধিয়া
দ্রুপদে দিতে ও পদে প্রীতি উপহার—
সানন্দে আমরা হেথা দেখিব দাঁড়ায়ে,
স্বচ্ছন্দে দাওগো গুরু ! সুযোগ কৌরবে
শোধিতে দক্ষিণা তব রণ-জয় করি।

দ্রোণ— দিনু আজ্ঞা তোমাদের, কৌরব সকল
যাও ত্বরা রণভূমে দ্রুপদ-বিজয়ে,
বান্ধি সেই ক্ষত্রাধমে আন মোর পাশে
পাণ্ডব কৌরব-বীর্য্য দেখুক বসিয়া।

(কৌরবগণের কর্ণ সহ রণভূমির দিকে প্রস্থান)

বড় অহঙ্কারী এবে হয়েছে কৌরব
তাচ্ছল্য পাণ্ডবে তাই কর্ণে বন্ধু লভি,

অচিরে এ গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে নিশ্চয়,
দ্রুপদ নগণ্য নহে বিক্রম-কেশরী.
কর্ণ দুর্য্যোধন কেহ ধরিবে না টান
কলঙ্ক-পশরা-শিরে হইবে ফিরিতে।

(লাঠি ও মোণ্ডার হাঁড়ি হস্তে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—(পাণ্ডবগণ ও দ্রোণাচার্য্যকে দেখিয়া) ওরে বাবারে, এখানেও তাই, কোথায়ও অব্যাহতি নেই, এ যে জলে কুমীর ডেঙ্গায় বাঘ, এখন যাই কোথায়. মরতে রাজা রাজড়ার সঙ্গে কেন পিরীত ক'রতে গেলাম গো।

যুধিষ্ঠির— কে তুমি, অমন কচ্চ কেন, কোত্থেকে আস্‌চ ?

বিদূ— এই—আমি—যে দিকে মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে—সেইদিক থেকে আসছি।

যুধি— তা হ'লে তুমি একজন সৈনিক।

বিদূ— আমার চোদ্দ পুরুষে কখনও সৈনিক দেখেনি তা আবার আমি সৈনিক।

দ্রোণ— তবে তোমার হাতে লাঠি কেন ?

বিদূ—(স্বগত) এই বারই দেখচি সারলে—ছোঁড়া কটা ধরতে পারেনি—ভূষণ্ডি কাক বুড়টার চোখ কি এড়ান যায়—এখন বলি কি—সত্যি বল্লেও কি বিশ্বাস করবে—তাতে আবার যুদ্ধভূমির দিক থেকে এসেছি—হায় হায় কেন মরতে লাঠি আনতে গেছলুম—একবার ঠেকিচি, তাতেও

শিখিনি—এবার প্রাণটা গেল—পালিয়েও বাঁচল না—কুগ্রহ ঋষি ব্যাটা যখন দেশে এসেছিল তখন একটা কিছু বিপরীত না হয়েই যায়, হরি হরি—তা এই গরীব ব্রাহ্মণের উপর দিয়েই ফল্‌লো গা।

দ্রোণ— এতক্ষণ ধরে ভাবচ কি, উত্তর দাও ?

বিদূ— আজ্ঞে-আজ্ঞে—বিশেষ কিছু নয়—এই ভাবছিলুম সত্যি কথা বল্লে কি আপনারা বিশ্বাস ক'রবেন—যাক—বলেতো ফেলি—যা হয় হবে—দেখুন আমি ব্রাহ্মণ, রাজার বিদূষক—রাজবাড়ী থেকে দুটো ভারী—একদিন দু' ভার মোণ্ডা আমার বাড়ীতে আনে—বখসিসের কথা নিয়ে তাদের সঙ্গে আমার বচসা হয়—তারা শাসিয়ে যায় যে রাস্তায় আমায় দেখে নেবে; তাদের ভয়ে আমি দিন রাত্তির লাঠি হাতে করে ঘুরি—আমি সৈনিক ফৈনিক নই, আমায় যেতে দিন্‌!

দ্রোণ— এ ব্যক্তি যখন রাজবিদূষক তখন একে ছাড়া যায় না। ভীম তুমি একে ধর।

ভীম— (বিদূষককে ধরিয়া এবং অন্য হস্তে হাঁড়ি দেখিয়া) য়্যাঃ তোমার এ হাতে আবার কি—শীগ্‌গির সত্যি করে বল, তা না হ'লে দেখচ এই গদা!   (গদা প্রদর্শন)

বিদূ— ওরে বাবারে—তোমার বিকট চেহারা দেখেই আমি অর্দ্ধমৃত—তার উপর ধরার চোটে পিলে চমকে গ্যাছে—এবার গদার ঘা দিলেই বস্‌—অর্দ্ধের স্থানে পুরো—হাঁড়িতে

কি তা ব'লছি—দয়া করে গদার ঘা দিও না বাবা—তুমি আমার চোদ্দ পুরুষের বাবা, বাবা, এই হাঁড়ীতে মোণ্ডা বাবা—এই মোণ্ডাই যত অনর্থের মূল—এর লোভেই রাজার বিদূষক, এখন প্রাণ পর্য্যন্ত যাবার উদ্যোগ—এ ছাই এ পাঁশ, এইই যত অনাছিষ্টি (হাঁড়ি নিক্ষেপ) মোণ্ডারে তোর জন্যেই প্রাণ গেল রে

(গীত)

মোণ্ডা ওরে ছাই তুই রে বালাই
তুইই যত অনাছিষ্টি,
তোরে রে ভজিয়ে গেল আজ হিয়ে
কেন হলি এত মিষ্টি,
ওগো আমি গো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর ধন
দিও না আমারে দৃষ্টি,
ওই গদা পেটে পলে ফেটে যাবে পিলে
মজিবে বিধাতা সৃষ্টি,
কেঁদে হবে সারা ব্রাহ্মণি আধমরা
ঝরিবে বিরহ-বৃষ্টি,
ছাড় গো আমায় ধরি সবার পায়
তোমরা আমার ইষ্টি।

দ্রোণ— ব্রাহ্মণ! তুমি ত খুব রসিক দেখছি।

বিদূ— রসিক টসিক বুঝিনে বাবা—তবে আমি মিষ্টিরস খুব ভালবাসি—আর সেই জন্যেই আজ আমার এই দুর্দ্দশা।

দ্রোণ— মিষ্টিরস ভালবাসার সঙ্গে আর দুর্দ্দশার সঙ্গে সম্পর্ক কি ?

বিদূ— আজ্ঞে সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ।

দ্রোণ— কি রকম—কি রকম!

বিদূ— রকম এই—আমি গরীব ব্রাহ্মণ—মিষ্টি ভালবাসি—মিষ্টি আর এই পোড়াকপালে কেমন ক'রে জোটে ? যে হতভাগা মিষ্টির সৃষ্টি করেছে সে আমার চেয়েও গাধা—যদি সৃষ্টিই ক'রলি—তা রাজা রাজাড়ার বাড়ীতে রাখতে গেলি কেন—এত বড় বড় গাছপালা রয়েছে তাতে ঝুলিয়ে রাখ্‌লেই তো পারতিস্—তা হ'লে আমার মত গরীব মিষ্টির লোভে রাজার বিদূষক হ'ত না, আর অকালে অস্থানে কুস্থানে পৈতৃক প্রাণটা হারাত না—বুঝুন—সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ না।

দ্রোণ— তুমি ঠিক বলেচ—মিষ্টিটা গাছে ঝুলে থাকাই উচিত ছিল।

বিদূ— আহা হা—আপনার মত উপযুক্ত লোকের হাতে কেন এর সৃষ্টি-ভার পড়ল না—তা হ'লে কি আমার মত গরীব ব্রাহ্মণ এমন করে বিপদে পড়ে।

ধি—ব্রাহ্মণ! তোমার কোন ভয় নেই—তুমি খুব মিষ্টি ভালবাস কেমন ? তা তুমি হস্তিনায় যাও—সেখানে যত মিষ্টি চাইবে তা পাবার ব্যবস্থা করে দোব।

বিদূ— আঃ বাবা আমায় বাঁচালে—তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী

লাভ হ'ক—আমি এখনই হস্তিনায় যাচ্চি—এই ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে ক'রে আনতে যা দেরী—এই হাড়হাভাতে দেশে যেখানে দুষমণ ঋষিটা পদার্পণ করেছে সেখানে কি কেউ থাকে—এই তবে আমি চল্লুম বাবা—তোমাদের মঙ্গল হ'ক।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে—জয় মহারাজ দ্রুপদের জয়)

দ্রোণ— একি ? কৌরবগণ কি দ্রুপদের নিকট পরাজিত হ'ল নাকি ?—(সম্মুখে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া) তাইতো কৌরবগণ দ্রুপদশরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছে—কর্ণ দুর্য্যোধনের অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে—আর না—পাণ্ডবগণ তোমরা শীঘ্র যাও—কৌরবগণকে রক্ষা করে দ্রুপদকে বেঁধে নিয়ে এস।

অর্জ্জুন— (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) দাদা ! আপনার যাওয়ার দরকার নেই ; আপনি এখানে অপেক্ষা করুন—আমরাই কার্য্যসিদ্ধি করে শীঘ্রই ফিরে আসছি।

যুধি— বেশ—আমি ও গুরুদেব ঐ বৃক্ষতলে অবস্থান করি, তোমরা অবিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি করে ফিরে এস।

(যুধিষ্ঠির ও দ্রোণের এক দিক দিয়া প্রস্থান এবং ভীম অর্জ্জুনাদির অপর দিক দিয়া প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল।

দুঃশাসন ও দ্রুপদ-সেনাপতি।

দ্রুঃ সেনা—সামান্য সৈনিক বধি এত অহঙ্কার
ভেবেছ বিজয়লাভ করেছ সমরে,
সমুচিত প্রতিফল দিতেছি ইহার,
ইষ্ট-নাম স্মর বীর! থাকিতে সময়।

দুঃশাসন—বাক্‌যুদ্ধে কুরুগণ নহে কেহ পটু—
থাকে শক্তি পরিচয় দেহ অসিমুখে.
সৈনিকে বধেছি এবে সেনাপতি বধি
কৌরবের জয়কেতু উড়াব আকাশে।

দ্রুঃ সেনা—এত স্পর্দ্ধা রে দুর্বৃত্ত! আয় তবে দেখি
কে উড়ায় জয়-ধ্বজা আজিরে আকাশে।

(যুদ্ধ করিতে করিতে দুঃশসানের পলায়ন এবং দ্রুপদ সেনাপতির পশ্চাৎ ধাবন। অপর দিক দিয়া সত্যজিত ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

সত্যজিৎ—মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কার, মানী দুর্য্যোধন!
এই শক্তি ধরি এত মান অহঙ্কার,
উপযুক্ত শাস্তি আজি প্রদানি তোমায়
মান গর্ব্ব চিরতরে ডুবাব অতলে।

দুর্য্যোধন—আমারে কুবাক্য হেন রে নীচ বর্ব্বর !
এত শক্তিমান্ তুই শাস্তি দিবি মোরে—
যে জিহ্বায় উচ্চারিলি এ কর্কশ বাণী—
মুহূর্ত্তে ছেদিয়া তাহা তুষিব কুক্কুরে।

সত্যজিৎ—আয় তবে রে গর্ব্বিত কৌরব-পামর !
অসির ফলকে তোর অহঙ্কার নাশি।

(উভয়ের ঘুরিয়া ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান এবং অন্যদিক দিয়া দ্রুপদের প্রবেশ)

দ্রুপদ— সত্যজিতে ঘিরিয়াছে কর্ণ দুর্য্যোধন—
বর্ষিছে অজস্র শর বৃষ্টিধারা সম,

(পুনরায় একটু দেখিয়া)

ধন্য ধন্য সত্যজিৎ ধন্য শিক্ষা তব
অচেতন দুর্য্যোধন, কর্ণ জর্জ্জরিত।

(প্রস্থান)

(সত্যজিৎ ও কর্ণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

সত্যজিৎ—আর কেন কর্ণবীর ? কর পলায়ন
বান্ধব বিহীন এবে কে হবে সহায়,—
সখা দুর্য্যোধন তব ভূমিশয্যা পরে
বৃথা শক্তি অপব্যয়ে কিবা প্রয়োজন।

কর্ণ— যত বড় মুখ তোর তত বড় কথা,
দুর্য্যোধন পরাজিত তাই গর্ব্ব এত,
এখনি দিতেছি মূর্খ ! শিক্ষা সমুচিত
কর্ণ দুর্য্যোধন নয়, নহে হীনবল।

সত্যজিৎ—প্রস্তুত সর্ব্বদা আমি শিক্ষালাভ হেতু
বিলম্বে কি প্রয়োজন এস ত্বরা করি।

কর্ণ— ভেবেছিস্ রে অজ্ঞান কর্ণ কাপুরুষ,
তাই এত দুঃসাহস এত গর্ব্ব তেজ ;
ধর অসি ধর অস্ত্র যত তোর আছে
কর্ণ-বাহুবল আজি দেখ্ রে বর্ব্বর।

(উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ এবং দ্রুপদের প্রবেশ)

দ্রুপদ— রোধিতেছি কর্ণে আমি বীরেন্দ্র-কেশরী !
লভহ বিশ্রাম ভাই ! পরিশ্রান্ত তুমি।

(সত্যজিতের প্রস্থান)

কর্ণ— ভাল ভাল সুখী বড় হইনু ভূপতি !
তোমাকেই এতক্ষণ খুঁজিতেছি আমি,
এস তবে বীরবর ! বিলম্বে কি কাজ
সমরে দেখাও মোরে বীরত্ব তোমার।

দ্রুপদ— যখন করিবে রণ দেখিও বীরত্ব
দুর্ব্বল হস্তেতে অসি ধরে না দ্রুপদ,
ভ্রাতার বীরত্ব পূর্ব্বে দেখেচ তো তুমি
তোমার সমক্ষে ভূমে লুটে সখা তব।

কর্ণ— প্রজ্জ্বলিত করিতেছ রোষাগ্নি আমার,
অচিরে দিতেছি তার সমুচিত ফল,
রে মূর্খ ! ভেবেছ মোরে দুর্য্যোধন বলি,
পরাজিত হব আমি এহেন দুরাশা—

মুহূর্ত্তে দ্রুপদ ! তোর শিরচ্ছেদ করি
সখা নির্য্যাতন শোধ করিব গ্রহণ।

দ্রুপদ— নীচ তুই তাই তোর হেন নীচভাষা
অধিরথসুত-জ্ঞান আর কত হবে,
বিফল বীরত্ব আর না দর্শি দ্রুপদে
সম্ভ্রমে সমর ত্যজি কর্ পলায়ন,
কিংবা জাতিধর্ম্ম যাহা সারথির কাজ
রসি বল্গা করে ধরি কর্ গিয়া তাই,
সূতপুত্র যুদ্ধ ধর্ম্ম নয় রে নির্ব্বোধ !
বামন হইয়া কেন চাঁদের প্রয়াস ?

কর্ণ— উচ্চ নীচ অসিমুখে হইবে প্রকাশ
বাক্য আড়ম্বরে আর নাহি প্রয়োজন।

(উভয়ের ঘুরিয়া ফিরিয়া যুদ্ধ, কর্ণের পলায়ন
এবং দ্রুপদের পশ্চাদ্ ধাবন।
অতঃপর ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেবের প্রবেশ)

অর্জ্জুন— হের ভ্রাতঃ ! মহাবীর কর্ণ পরাজিত,
দ্রুপদ নগণ্য যোদ্ধা ভাবিও না মনে ;
হে নকুল সহদেব ! তোমরা উভয়ে
ব্যূহ দুই পার্শ্ব রক্ষা কর যত্ন করি,
সম্মুখে থাকুন তাত বীর বৃকোদর
মধ্যভাগ সতর্কেতে রক্ষা করি আমি।

(ভীম, নকুল ও সহদেবের প্রস্থান)

(দ্রুপদের প্রবেশ)

দ্রুপদ— পলায়েছে কর্ণবীর, কোথায় পাণ্ডব,
আমারে বান্ধিয়া দিবে দ্রোণে উপহার ?
এত আশা এত গর্ব্ব শৃগাল হইয়া,
কোথা সেই দুষ্টগণ লুকাল কোথায়।

(সম্মুখীন হইয়া)

অর্জ্জুন— এই যে সম্মুখে আমি দ্রুপদ নৃপতি !
তৃতীয় পাণ্ডব নাম অর্জ্জুন আমার—
লুকাইয়া থাকা কভু অভ্যাস তো নাই
অযথা এ দোষারোপ কেন মোর প্রতি ?
গুরু-আজ্ঞা রক্ষা করা কর্ত্তব্য শিষ্যের
সে কারণে আসিয়াছি পাঞ্চালে রাজন্ !
এবে পরাজয়ি তোমা রণস্থল মাঝে
গুরু দ্রোণে তোমা লয়ে দিব উপহার,
অর্জ্জুন-প্রতিজ্ঞা কভু হয় না খণ্ডন,
এস তবে মহারাজ ! দাও রণ মোরে।

দ্রুপদ— এত দর্প রে বালক ! হারাবি দ্রুপদে,
দ্রোণে দিবি মোরে লয়ে প্রীতি উপহার ?
আয় তবে আয় মূর্খ ! নাশি দর্প তোর
প্রতিজ্ঞা ভুলায়ে দিই চিরকাল তরে।

(দ্রুপদ ও অর্জ্জুনের ঘোর যুদ্ধ। সত্যজিতের প্রবেশ ও
অর্জ্জুনকে আক্রমন এবং তাহার পরাজিত হইয়া
পলায়ন, দ্রুপদের পরাজয় এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক
তাঁহার অস্ত্র-গ্রহণ ও হস্ত-ধারণ, এই সময়ে
ভীম নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

[নেপথ্যে—পলাও পলাও সৈন্যগণ।]

অর্জ্জুন—প্রয়োজন নাহি ভ্রাতঃ! সৈন্যগণে পীড়ি,
গুরুর আদেশ শুধু লইতে ভূপালে।

ভীম— আর না ধর্ষিত হবে শত্রুসৈন্যগণ—
যাইতেছি নিজে আমি নিবারণ তরে।

(ভীমের প্রস্থান)

(দ্রুপদের প্রতি)

অর্জ্জুন— চল তবে নরপতি! গুরুর সমীপে
বিলম্বে চিন্তিত হবে ধর্ম্ম মহামতি।

(দ্রুপদকে লইয়া গমনোদ্যোগ ইত্যবসরে দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন—একি ভাই, গুরু আজ্ঞা নহে ত এমন,
দ্রুপদে লইয়া চল বান্ধিয়া শৃঙ্খলে।

(দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের হস্ত হইতে দ্রুপদকে লইয়া বন্ধন
এবং সজোরে টানিয়া লইয়া গমন। সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

রণভূমির একাংশ।

যুধিষ্ঠির ও দ্রোণাচার্য্য। বিদূষকের পুনঃ প্রবেশ।

দ্রোণ— কি ব্রাহ্মণ! আবার ফিরে এলে যে।

বিদূ— আজ্ঞে, না এসে আর করি কি, পথে যেতে যদি আবার কোন বিপদে পড়ি সেই ভয়েই এলুম।

দ্রোণ— এ ছাড়া আর কিছু নয়তো?

বিদূ— আজ্ঞে--তাই বা কি ক'রে বলি।

দ্রোণ— তবে কি?

বিদূ— আজ্ঞে—আজ্ঞে—এই পথে যেতে যেতে মনে প'ড়ল "পথে নারী বিবর্জ্জিতা"—তা আপনাদের বলে গেছিলুম না, যে ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে নিয়ে হস্তিনায় যাব—তা ঐ শ্লোকটা মনে প'ড়ে, বুদ্ধি খারাপ হয়ে গেল।

দ্রোণ— শ্লোক মনে পড়ে বুদ্ধি খারাপ হ'ল কেন?

বিদূ— আজ্ঞে—আমি নিজে জল জ্যান্ত পুরুষ মানুষ, তা আমারই পদে পদে বিপদ—এর উপর যদি আবার মেয়ে মানুষ সঙ্গে নিই তা হ'লে একেবারে বিপদের ঠাকুরদা হয়ে দাঁড়াবে—পৈতৃক প্রাণটা যদিও বা এখন ধড়ে আছে, তা একেবারে খাঁচা ছাড়া হবে, কাজেই বুদ্ধি খারাপ হয়।

দ্রোণ— তবে এখন ক'রবে কি?

বিদূ— আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে যাব, আর আপনাদের সাহায্যে ব্রাহ্মণীকে নিয়ে আসব।

দ্রোণ— তা বেশ! তোমার ছেলে পিলে কি!

বিদূ— আজ্ঞে ছেলের মধ্যে তিনি আর মেয়ের মধ্যে আমি।

দ্রোণ— তা হ'লে তোমার ব্রাহ্মণী পুরুষ আর তুমি স্ত্রীলোক?

বিদূ— আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে—দেখতে পাচ্চেন আমি পুরুষ মানুষ তবুও বলচেন স্ত্রীলোক।

দ্রোণ— মাথা আমার খারাপ হয় নি, তোমারই হয়েছে—তুমি নিজেকেই স্ত্রীলোক ব'লে পরিচয় দিলে—আর আমি সেই কথা বল্লুম বলে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল।

বিদূ— আজ্ঞে আমি তাই বলিচি? ওটা আমার ভুল হয়েছে, আমায় ক্ষমা করুন। ব্রাহ্মণীর কথা হ'লে আমি সব ভুলে যাই—আহা হা ব্রাহ্মণী গো—তোমায় অনেকক্ষণ দেখিনি গো—আমার প্রাণ আই ঢাই ক'রছে গো!

দ্রোণ— আচ্ছা তোমার ব্রাহ্মণীকে যদি কেউ নিয়ে গিয়ে থাকে?

বিদূ— ওগো অমন কু কথা মুখে এন না গো, আমার প্রাণ যায় গো—ওগো আমার সোণার ব্রাহ্মণী গো (ক্রন্দন)

(দ্রুপদকে বন্ধন অবস্থায় লইয়া দুর্য্যোধন ভীমার্জ্জুন প্রভৃতির প্রবেশ)

য়্যা—একি? রাজাকে বেন্ধে নিয়ে এসেছ। ওগো রাজার হাতে বড় ব্যাথা লাগচে গো, রাজাকে শীগ্‌গির ছেড়ে দাও গো।

দ্রোণ —(সজোরে) থাম ব্রাহ্মণ ! ভয় নাই !

বিদূ— (কাঁপিতে কাঁপিতে পতন) ওরে বাবারে কি বাজখাঁই আওয়াজ—"নাই"—এতেই কুপোকাৎ, 'পপাত ধরণীতলে' —আর "আছে"—এ কথা শুনলে একেবারে কেষ্ট প্রাপ্তি আর কি।

অর্জ্জুন— লহ গুরুদেব ! আজি প্রীতি উপহার—
এনেছি দ্রুপদরাজে রণজয় করি।

দ্রোণ— দ্রুপদ যথেষ্ট শিক্ষা করিয়াছে লাভ,
এবে মুক্ত করি দাও বৎস দুর্য্যোধন !
(দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক দ্রুপদের বন্ধন মোচন)
[দ্রুপদের প্রতি]
চিনিতে কি পার এবে দ্রুপদ ভূপতি !
কে আমি সসিত কেশ শুভ্রাম্বরধারী ?
মনে কি হে পড়ে তব সে দিনের কথা
যে দিন বুভুক্ষু এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ
জীর্ণ বাস শীর্ণ দেহ রুক্ষ কলেবর
গিয়েছিল মহারাজ-দ্রুপদ-দর্শনে,
অশ্রাব্য কটুক্তি কহি কর্কশ ভাষায়
তাড়ায়ে দিয়েছ যারে কুক্কুর সমান
একটি ভোজন মাত্র পাবে এই পুরে
মিথ্যাবাদী লোভী আদি বিবিধ কহিয়া,
যে জন সেদিন তোমা কহি মাত্র এই—

যদি সুসময় কভু উদে ভাগ্যে মোর
আবার আসিব ফিরে সখা সম্ভাষণে—
সেই আমি, দীন হীন বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ।
সে তেজ সে গর্ব্ব আজি কোথা হে ভূপাল!
হেঁট মুখে কেন বীর! ভূমি পানে চাহি?
দীন হীন বলি যারে দেছ তাড়াইয়ে
তারি কৃপা কটাক্ষের উপরে দ্রুপদ
নির্ভর করিছে তব অমূল্য জীবন।
ভয় নাই বিন্দু মাত্র, আমরা ব্রাহ্মণ
ক্ষমাশীল দয়াবন্ত সুকোমল প্রাণ,
বিশেষতঃ তব সাথে বালক-বয়সে
আশ্রমে করেছি ক্রীড়া শয়ন ভোজন,
সখা বলি ডাকিয়াছি শত শত বার
এখন' সে স্নেহধারা বহিছে হৃদয়ে,
লইব না প্রাণ তব। হে বাল্য সুহৃদ!
স্থাপিতে ইচ্ছুক পুনঃ বাল্যের সখ্যতা,
রাজ্যার্দ্ধ সে হেতু আমি দিলাম তোমায়,
অপরার্দ্ধ আমি নিজে করিব শাসন;
গঙ্গার দক্ষিণ কুলে তুমি অধীশ্বর
মম রাজ্যভুক্ত রবে উত্তর সীমানা;
যেহেতু তুমিই সখা! বলেছ আমায়
রাজবন্ধু রাজা ছাড়া হয় না অপরে;

প্রতিজ্ঞা আমার পূর্ণ হ'ল এতদিনে—
দীন হীন দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
কহ হে দ্রুপদ! এবে কিবা ইচ্ছা তব
স্থাপিবে সখ্যতা কি হে বাল্যসখা সনে?

দ্রুপদ— হে ব্রাহ্মণ! নহে ইহা আশ্চর্য্য তোমার
শক্তিশালী করে সদা এই আচরণ,
মহাসুখী হইলাম তব ব্যবহারে
সর্ব্বদা সচেষ্ট রব তব স্নেহলাভে,
বাল্যসহচর তুমি বাল্যসখা মোর
আবার হইনু বদ্ধ সুদৃঢ় বন্ধনে।

(উভয়ে আলিঙ্গন)।

সমাপ্ত।

সরকার গ্রন্থমালা।

কামন্দকীয় নীতিসারঃ—রাজনীতির এক মাত্র গ্রন্থ। বোর্ড বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা।

রসনির্ঝরঃ—আদি রসাত্মক শ্লোক তৎসহ সরস গল্প এবং সুললিত পদ্যানুবাদ। দুই রঙ্গে ছাপা, সুন্দর বাঁধান, প্রিয়জনকে উপহার দিবার উপযুক্ত। এরূপ পুস্তক এই প্রথম। মূল্য ।৵০ আনা।

আসলে মেকিঃ—তিন অঙ্কের হাস্যরসাত্মক প্রহসন। মূল্য ।৵০ আনা।

রাজসিংহঃ—তিন অঙ্কের ঐতিহাসিক নাটক। মূল্য ৸০ আনা।

অধ্যাত্ম রহস্যঃ—এক অঙ্কের পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য। মূল্য ৵০ আনা।

যজুঃ সংস্কার পদ্ধতিঃ—দশ সংস্কারের বিশুদ্ধ পুস্তক। মূল, ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ। মূল্য ১৲ টাকা।

দুর্গাপূজা পদ্ধতিঃ—দুর্গাপূজার এক মাত্র বিশুদ্ধ পুস্তক। মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রাদ্ধ পদ্ধতিঃ—শ্রাদ্ধ কার্য্যের এক মাত্র বিশুদ্ধ ও অভ্রান্ত পুস্তক। মূল্য ১৲ টাকা।

উপনয়ন-সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজা-প্রয়োগঃ—নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কর্ম্মের Hand book। উপরোক্ত কার্য্য ও যে কোন পূজা ইহার সাহায্যে যে কেহ করিতে পারে। মূল্য ।৵০ আনা।

জ্যোতিষ যোগতত্ত্ব (২য় সংস্করণ) জ্যোতিষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। [চৈত্রের মধ্যেই বাহির হইবে] মূল্য ১॥০ টাকা।

মহারাষ্ট্র জাগরণঃ—পঞ্চম অঙ্কের ঐতিহাসিক নাটক [চৈত্রের মধ্যেই বাহির হইবে]।

প্রাপ্তি স্থানঃ—

সংস্কৃত ডিপোজিটারি, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কমলা বুকডিপো, ১৫ নং কলেজস্কোয়ার, হিতবাদী বুকডিপো, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ডি, এম, লাইব্রেরী প্রভৃতি। অথবা প্রকাশক ৬৯নং বেলেঘাটা মেন্ রোড্, কলিকাতা।